চতুর্দশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের তিরোধান লীলা

শ্লোক ১

সূত উবাচ

সম্প্রস্থিতে দ্বারকায়াং জিষ্ণৌ বন্ধুদিদৃক্ষয়া ।
জ্ঞাতুঞ্চ পুণ্যশ্লোকস্য কৃষ্ণস্য চ বিচেষ্টিতম্ ॥ ১ ॥

সূতঃ উবাচ—শ্রীসূত গোস্বামী বললেন; **সম্প্রস্থিতে**—যাওয়ার পর; **দ্বারকায়াম্**—দ্বারকাপুরীতে; **জিষ্ণৌ**—অর্জুন; **বন্ধু**—বন্ধুদের এবং আত্মীয়-স্বজনদের; **দিদৃক্ষয়া**—দর্শন করার জন্য; **জ্ঞাতুম্**—জানার জন্য; **চ**—ও; **পুণ্য-শ্লোকস্য**—বৈদিক মন্ত্রে যাঁর মহিমা কীর্তিত হয়; **কৃষ্ণস্য**—শ্রীকৃষ্ণের; **চ**—এবং; **বিচেষ্টিতম্**—অভিপ্রায়।

অনুবাদ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যান্য বন্ধুদের দর্শন করার জন্য এবং পুণ্যশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র ও পরবর্তী অভিপ্রায় জানবার জন্য অর্জুন দ্বারকায় গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, সাধুদের পরিত্রাণ করার জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করার জন্য ভগবান এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন, সুতরাং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর এবং যুধিষ্ঠির মহারাজকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার পর ভগবানের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ হয়েছিল। পাণ্ডবেরা, বিশেষ করে অর্জুন ছিলেন ভগবানের নিত্য পার্ষদ, এবং তাই ভগবানের পরবর্তী অভিপ্রায় জানার জন্য অর্জুন দ্বারকায় গিয়েছিলেন।

শ্লোক ২

ব্যতীতাঃ কতিচিন্মাসাস্তদা নায়াৎ ততোঽর্জুনঃ ।
দদর্শ ঘোররূপাণি নিমিত্তানি কুরূদ্বহঃ ॥ ২ ॥

ব্যতীতাঃ—অতিবাহিত হলে; **কতিচিৎ**—কয়েকটি; **মাসাঃ**—মাস; **তদা**—সেই সময়; **ন আয়াৎ**—ফিরে না আসায়; **ততঃ**—সেখান থেকে; **অর্জুনঃ**—অর্জুন; **দদর্শ**—দেখেছিলেন; **ঘোর**—ভয়ঙ্কর; **রূপাণি**—রূপসকল, **নিমিত্তানি**—বিভিন্ন কারণে; **কুরু-উদ্বহঃ**—যুধিষ্ঠির মহারাজ।

অনুবাদ

কয়েক মাস গত হলেও অর্জুন ফিরে এলেন না। মহারাজ যুধিষ্ঠির তখন ভয়ঙ্কর অনিষ্টসূচক অমঙ্গল চিহ্নাদি দর্শন করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

পরম পুরুষোত্তম ভগবান অনন্ত, তিনি সব চেয়ে শক্তিমান সূর্যের থেকেও অধিক শক্তিশালী। তাঁর এক নিঃশ্বাসে অনন্ত কোটি সূর্যের সৃষ্টি হয় এবং বিনাশ হয়। জড় জগতে সূর্যকে সমস্ত জড় শক্তি এবং সৃষ্টির উৎস বলে গণ্য করা হয়, এবং সূর্যের প্রভাবেই আমরা জীবনে যা কিছু প্রয়োজন সব পেতে পারি। তাই, এই পৃথিবীতে ভগবানের অবস্থান কালে, আমাদের শান্তি এবং সমৃদ্ধির, বিশেষ করে ধর্ম এবং জ্ঞানের সমস্ত উপাদানগুলি পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছিল, ঠিক যেমন দ্যুতিময় সূর্যের উপস্থিতির প্রভাবে চতুর্দিকে আলোর বন্যা বয়। মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর রাজ্যে কয়েকটি অশুভ ইঙ্গিত দর্শন করেছিলেন, এবং তাই তিনি দীর্ঘকাল অনুপস্থিত অর্জুনের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিলেন, এবং দীর্ঘকাল তিনি দ্বারকার শুভ সংবাদও পাননি। তিনি শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকটের আশঙ্কা করেছিলেন, তা না হলে ভয়ঙ্কর অশুভ ইঙ্গিতের কোন সম্ভাবনা ছিল না।

শ্লোক ৩

কালস্য চ গতিং রৌদ্রাং বিপর্যস্তর্তুধর্মিণঃ ।
পাপীয়সীং নৃণাং বার্তাং ক্রোধলোভানৃতাত্মনাম্ ॥ ৩ ॥

কালস্য—অনন্ত কালের; **চ**—ও; **গতিম্**—গতি; **রৌদ্রাম্**—ভয়ঙ্কর; **বিপর্যস্ত**—বিপর্যস্ত; **ঋতু**—ঋতু; **ধর্মিণঃ**—স্বাভাবিক ধারা অনুসারে; **পাপীয়সীম্**—পাপবহুল; **নৃণাম্**—মানুষদের; **বার্তাম্**—জীবন ধারণের বৃত্তি; **ক্রোধ**—ক্রোধ; **লোভ**—লোভ; **অনৃত**—মিথ্যাচার; **আত্মনাম্**—মানুষদের।

অনুবাদ

তিনি দেখলেন যে, কালের গতি অত্যন্ত ভয়াবহ হয়ে উঠেছে, ঋতুগুলির ধর্ম বিপর্যস্ত হয়েছে। ক্রোধ, লোভ ও মিথ্যা সমস্ত মানুষদের প্রবৃত্তি হয়ে উঠেছে, এবং সেই জন্য তারা পাপের পথ অনুসরণ করে জীবিকা নির্বাহ করতে আরম্ভ করেছে।

তাৎপর্য

সভ্যতা যখন পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রীতির সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তখন ঋতুর বিপর্যয়, পাপপথে জীবিকা নির্বাহ, লোভ, ক্রোধ এবং মিথ্যাচার প্রবল ভাবে প্রকট হয়ে ওঠে।

ঋতুর বিপর্যয় বলতে এক ঋতুতে অন্য ঋতুর প্রকাশ বোঝান হয়েছে—যেমন শরৎ কালে বর্ষা, অথবা এক ঋতুর ফুল এবং ফল অন্য ঋতুতে ফলতে দেখা।

ভগবৎ-চেতনাবিহীন মানুষ অবশ্যই লোভী, ক্রোধী এবং মিথ্যাচারী হয়। এই ধরনের মানুষেরা যে কোন উপায়ে চোরাপথে বা সৎপথে তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে, উপরোক্ত সমস্ত লক্ষণগুলির অনুপস্থিতি বেশ বোঝা যেত। তাই যুধিষ্ঠির মহারাজ তাঁর রাজ্যে ভগবৎ-চেতনাময় পরিবেশের স্বল্প পরিবর্তন অনুভব করে বিস্মিত হলেন এবং তৎক্ষণাৎ সন্দেহ পোষণ করেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকট হয়েছেন।

পাপ পথের অনুসরণে জীবিকা-নির্বাহ বলতে বোঝায় বর্ণাশ্রম ধর্ম থেকে বিচ্যুতি। প্রত্যেকেরই নির্দিষ্ট কর্তব্যকর্ম রয়েছে, যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র; কিন্তু কেউ যখন তার নির্দিষ্ট কর্তব্যকর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে অপরের কর্তব্যকর্মগুলিকে নিজের বলে জাহির করে, তখন সে অধর্ম আচরণ বা পাপাচরণ করতে থাকে।

জীবনে কোন উচ্চতর উদ্দেশ্য না থাকলে এবং এই পৃথিবীতে স্বল্প কয়েক বৎসরের আয়ু সমন্বিত জীবনটিকে যথাসর্বস্ব বলে মনে করলে, মানুষ ধন-সম্পদ এবং ক্ষমতা লাভের জন্য অত্যন্ত লোভী হয়ে ওঠে। অজ্ঞানতা হচ্ছে মানব সমাজের এই সমস্ত বিশৃঙ্খলার কারণ, এবং বিশেষ করে অধঃপতনের এই যুগে, এই অজ্ঞানতা দূর করার জন্য আলোক বিতরণের উদ্দেশ্যে শ্রীমদ্ভাগবত রূপে শক্তিমান মহাদ্যুতিময় সূর্যের উদয় হয়েছে।

শ্লোক ৪

জিহ্মপ্রায়ং ব্যবহৃতং শাঠ্যমিশ্রঞ্চ সৌহৃদম্ ।
পিতৃমাতৃসহৃদ্‌ভ্রাতৃদম্পতীনাঞ্চ কল্কনম্ ॥ ৪ ॥

জিহ্ম-প্রায়ম্—কপটতা; **ব্যবহৃতম্**—সব রকম স্বাভাবিক আদান-প্রদান এবং আচরণে; **শাঠ্য**—শঠতা; **মিশ্রম**—কলুষিত; **চ**—এবং; **সৌহৃদম্**—শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুদের; **পিতৃ**—পিতা; **মাতৃ**—মাতা; **সুহৃৎ**—শুভাকাঙ্ক্ষী; **ভ্রাতৃ**—ভ্রাতা; **দম্পতিনাম্**—পতি-পত্নীদের; **চ**—ও; **কল্কনম্**—কলহ।

অনুবাদ

বন্ধুদের মধ্যেও সমস্ত স্বাভাবিক আদান-প্রদান এবং আচরণাদি কপটতাপূর্ণ এবং শঠতায় কলুষিত হয়ে উঠল। আর পারিবারিক ব্যাপারাদির মধ্যেও পিতামাতা, পুত্রকন্যা, সুহৃদ্‌বর্গ, এমন কি ভ্রাতৃবর্গের মধ্যেও নিয়ত মতান্তর ঘটতে লাগল। পতি-পত্নীর মধ্যেও সর্বদা উৎকণ্ঠা আর কলহ বিবাদ ঘটছিল।

তাৎপর্য

দুষ্কর্মের চারটি নীতি, যেমন ভুলভ্রান্তি (ভ্রম), প্রমত্ততা (প্রমাদ), অপটুতা (করণাপাটব) এবং প্রতারণা (বিপ্রলিপ্সা)—এগুলির দ্বারা বদ্ধ জীবমাত্রই আজন্ম দোষান্বিত। এগুলি অপূর্ণতার লক্ষণ এবং এই চারটি প্রবণতার মধ্যে বিপ্রলিপ্সা বা অন্যকে প্রতারণা করার প্রবণতা সব চেয়ে প্রবল। আর বদ্ধ জীব মূলত এই জড় জগতের উপর আধিপত্য করার অস্বাভাবিক বাসনা করে বলেই তার মধ্যে প্রতারণা করার এই প্রবণতা থাকে।

জীব যখন শুদ্ধ অবস্থায় থাকে, তখন সে এই জড় জগতের নিয়মের দ্বারা প্রভাবিত হয় না, কারণ শুদ্ধ অবস্থায় সে সচেতন থাকে যে, জীবসত্তা পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য সেবক, এবং তাই পরমেশ্বর ভগবানের প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার ভ্রান্ত চেষ্টা করার পরিবর্তে তাঁর অনুগত হয়ে থাকাই জীবের পক্ষে সর্বদা মঙ্গলজনক।

বদ্ধ অবস্থায় জীব সব কিছুর উপর কার্যত প্রভুত্ব করেও সন্তুষ্ট হতে পারে না, অবশ্য কোন অবস্থাতেই সে প্রভু হতে পারে না, এবং তাই সে তার সব চেয়ে নিকট আত্মীয়দেরও প্রতারণা করে বা তাদের দ্বারা প্রতারিত হয়। এই ধরনের অপ্রীতিকর অবস্থায় পিতা-পুত্র অথবা পতি-পত্নীর মধ্যেও কোনও সামঞ্জস্যবোধ বা ঐকমত্য থাকতে পারে না।

কিন্তু একটি উপায়ে এই সমস্ত সমস্যার সমাধান করা যায়, এবং তা হচ্ছে ভক্তিযোগে ভগবানের প্রেমময়ী সেবা। ভগবদ্ভক্তির দ্বারা পাল্টা প্রতিরোধের মাধ্যমেই কেবল কপটতা, ছলনা এবং প্রবঞ্চনার জগতকে প্রতিহত করা যায়, অন্য আর কোন উপায়ে তা সম্ভব নয়।

এই সমস্ত বৈষম্য দর্শন করে যুধিষ্ঠির মহারাজ অনুমান করেছিলেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই পৃথিবী থেকে অপ্রকট হয়েছেন।

শ্লোক ৫

নিমিত্তান্যত্যরিষ্টানি কালে ত্বনুগতে নৃণাম্ ।
লোভাদ্যধর্মপ্রকৃতিং দৃষ্ট্বোবাচানুজং নৃপঃ ॥ ৫ ॥

নিমিত্তানি—কারণসমূহ; **অতি**—অত্যন্ত; **অরিষ্টানি**—অশুভ লক্ষণ; **কালে**—যথাসময়ে; **তু**—কিন্তু; **অনুগতে**—গত হওয়ায়; **নৃণাম্**—জনসাধারণের; **লোভ-আদি**—লোভ ইত্যাদি; **অধর্ম**—অধর্ম; **প্রকৃতিম্**—স্বভাব-প্রকৃতি; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **উবাচ**—বলেছিলেন; **অনুজম্**—ছোট ভাই; **নৃপঃ**—রাজা।

অনুবাদ

কালক্রমে, এমন হয়ে উঠল যে, লোকেরা মোটামুটি লোভ, ক্রোধ আর দম্ভে রপ্ত হয়ে পড়েছিল। এই সব অশুভ লক্ষণাদি দেখে যুধিষ্ঠির মহারাজ তাঁর ছোট ভাইকে বললেন।

তাৎপর্য

এমন পুণ্যবান রাজা যুধিষ্ঠির সমাজে লোভ, ক্রোধ, প্রতারণা-আদি অমানবিক লক্ষণাদির প্রাদুর্ভাব হতে দেখে তৎক্ষণাৎ বিচলিত বোধ করলেন। এই বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে, অধঃপতিত সমাজের এই সমস্ত দুর্লক্ষণাদি সেই সময়ে মানুষের কাছে ছিল অজানা এবং কলহের যুগ, কলিযুগের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এগুলির অভিজ্ঞতা তাদের কাছে বিস্ময়কর বোধ হয়েছিল।

শ্লোক ৬

যুধিষ্ঠির উবাচ

সম্প্রেষিতো দ্বারকায়াং জিষ্ণুর্বন্ধুদিদৃক্ষয়া ।
জ্ঞাতুঞ্চ পুণ্যশ্লোকস্য কৃষ্ণস্য চ বিচেষ্টিতম্ ॥ ৬ ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ—মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন; **সম্প্রেষিতঃ**—প্রেরিত হয়েছে; **দ্বারকায়াম্**—দ্বারকায়; **জিষ্ণুঃ**—অর্জুন; **বন্ধু**—সখাদের; **দিদৃক্ষয়া**—দর্শন করার জন্য; **জ্ঞাতুম্**—জানবার জন্য; **চ**—ও; **পুণ্য-শ্লোকস্য**—পরমেশ্বর ভগবানের; **কৃষ্ণস্য**—শ্রীকৃষ্ণের; **চ**—এবং; **বিচেষ্টিতম্**—কর্মসূচী।

অনুবাদ

মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর ছোট ভাই ভীমসেনকে বললেন, আমি অর্জুনকে তার বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কর্মসূচী জানবার জন্য দ্বারকায় পাঠিয়েছিলাম।

শ্লোক ৭

গতাঃ সপ্তাধুনা মাসা ভীমসেন তবানুজঃ ।
নায়াতি কস্য বা হেতোর্নাহং বেদেদমঞ্জসা ॥ ৭ ॥

গতাঃ—গিয়েছে; **সপ্ত**—সাত; **অধুনাঃ**—আজ অবধি; **মাসাঃ**—মাস; **ভীমসেন**—হে ভীমসেন; **তব**—তোমার; **অনুজঃ**—ছোট ভাই; **ন**—না; **আয়াতি**—প্রত্যাবর্তন; **কস্য**—কি জন্য; **বা**—অথবা; **হেতোঃ**—কারণে; **ন**—না; **অহম্**—আমি; **বেদ**—জানা; **ইদম্**—এই; **অঞ্জসা**—সম্যক্‌রূপে।

অনুবাদ

সাত মাস হয়ে গেল সে গেছে, তবু এখনও সে ফিরে এল না। সেখানে কি হচ্ছে, তা আমি কিছুই জানতে পারছি না।

শ্লোক ৮

অপি দেবর্ষিণাদিষ্টঃ স কালোঽয়মুপস্থিতঃ ।
যদাত্মনোঽঙ্গমাক্রীড়ং ভগবানুৎসিসৃক্ষতি ॥ ৮ ॥

অপি—যদিও; **দেব-ঋষিণাঃ**—দেবর্ষি নারদের দ্বারা; **আদিষ্টঃ**—উপদিষ্ট হয়ে; **সঃ**—সেই; **কালঃ**—মহাকাল; **অয়ম্**—এই; **উপস্থিতঃ**—উপস্থিত হয়েছে; **যদা**—যখন; **আত্মনঃ**—তাঁর নিজের; **অঙ্গম্**—অঙ্গ; **আক্রীড়ম্**—প্রকটলীলা সাধনের জন্য; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **উৎসিসৃক্ষতি**—ত্যাগ করবেন।

অনুবাদ

দেবর্ষি নারদ যে বলেছিলেন, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর জড়জাগতিক লীলা সংবরণ করবেন, সেই সময় কি এখনই উপস্থিত হয়েছে? ভগবান কি পৃথিবী থেকে অপ্রকট হতে চলেছেন?

তাৎপর্য

আমরা পূর্বে যে বহুবার আলোচনা করেছি, পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বহু অবতার রয়েছেন, এবং তাঁরা প্রত্যেকেই যদিও সমশক্তিসম্পন্ন, তথাপি তাঁরা বিভিন্ন ক্রিয়া সম্পাদন করে থাকেন। ভগবদ্গীতায় ভগবানের বিভিন্ন বিবৃতি রয়েছে, এবং এই বিবৃতিগুলির প্রত্যেকটি তাঁর বিভিন্ন অংশ এবং অংশাংশের বর্ণনার জন্য রচিত। যেমন *ভগবদ্গীতা* য় পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—"যখন ধর্মের গ্লানি হয়, এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, হে ভারত, তখন আমি অবতরণ করি।" (*ভঃ গীঃ ৪/৭*)

"সাধুদের পরিত্রাণের জন্য, দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করার জন্য এবং ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করার জন্য, আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই।" (*ভঃ গীঃ ৪/৮*)

"আমি যদি কর্মে বিরত হই, তা হলে সমগ্র মানব সমাজ বিপথগামী হবে। আমি অবাঞ্ছিত জনগণ সৃষ্টি অর্থাৎ বর্ণসঙ্করেরও কারণ হব, এবং তার দ্বারা আমি সমস্ত শান্তিপূর্ণ সদাচারী জীবের শান্তি নষ্ট করে ফেলব।" (*ভঃ গীঃ ৩/২৪*)

"কোন মহাপুরুষ যা কিছু আচরণ করেন, সাধারণ লোকে তাই অনুসরণ করে। আর আদর্শ কর্মের মাধ্যমে তিনি যে আচরণ-মান উপস্থাপন করবেন, সারা জগৎ তাই মেনে চলে।" (*ভঃ গীঃ ৩/২১*)

ভগবানের এই সমস্ত উক্তি তাঁর বিভিন্ন অবতারের প্রসঙ্গে প্রযোজ্য, যথা— সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ এবং নারায়ণ। এঁরা সকলেই হচ্ছেন স্বয়ং ভগবানের চিন্ময় প্রকাশ, এবং তা সত্ত্বেও স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন স্তরে তাঁর বিভিন্ন ভক্তের সঙ্গে দিব্য প্রেম বিনিময়ের লীলা-বিলাস করেন। আর, তা সত্ত্বেও তিনি ব্রহ্মার এক দিনে (অথবা ৮,৬৪,০০,০০,০০০ সৌর বৎসরে) একবার প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে আবির্ভূত হন, এবং প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে তাঁর অপ্রাকৃত লীলা ধারাবাহিকভাবে প্রদর্শন করেন। কিন্তু সেই ধারাবাহিক লীলা প্রদর্শনে শ্রীকৃষ্ণ, বাসুদেব ইত্যাদির কার্যাবলী সাধারণ মানুষের কাছে জটিল সমস্যা বলে প্রতিভাত হয়।

ভগবানের স্বীয় সত্তা এবং তাঁর অপ্রাকৃত দেহের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাঁর বিভিন্ন প্রকাশ, বিভিন্ন কার্যকলাপ সম্পাদন করেন। কিন্তু ভগবান যখন শ্রীকৃষ্ণ

রূপে স্বয়ং অবতরণ করেন, তখন তাঁর অন্যান্য অবতারেরাও তাঁর অচিন্ত্য শক্তি যোগমায়ার প্রভাবে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হন, এবং তাই বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ মথুরা অথবা দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্ন।

ভগবানের *বিরাট রূপ* ও তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে, তাঁর থেকে ভিন্ন। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে তিনি যে *বিরাট রূপ* প্রদর্শন করেছিলেন, সেটি তাঁর রূপের জড় ধারণা। তাই বুঝতে হবে, যখন ব্যাধের শরাঘাতে শ্রীকৃষ্ণের আপাতদৃষ্টিতে মৃত্যু হল, তখন এই জড় জগতে তাঁর তথাকথিত জড় দেহটি ত্যাগ করলেন মাত্র।

ভগবান হলেন *কৈবল্য*, এবং তাঁর কাছে জড় এবং চিন্ময়ের কোন পার্থক্য নেই, কারণ প্রতিটি জিনিসই তাঁর থেকে সৃষ্টি হয়েছে। তাই তাঁর এক ধরনের দেহত্যাগ কিংবা অন্য আর একটি শরীর গ্রহণের বিষয়টি থেকে বোঝায় না যে, তিনি কোন সাধারণ জীবসত্তারই মতো। তাঁর ঐ সমস্ত কার্যকলাপই তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে একাধারে ভেদ এবং অভেদ ভাব সমন্বিত।

যুধিষ্ঠির মহারাজ যখন তাঁর তিরোভাবের সম্ভাবনা বিবেচনা করে অনুতাপ করছিলেন, সেটি ছিল অতি প্রিয় বন্ধুর বিচ্ছেদের অনুশোচনার একটা প্রচলিত রীতি মাত্র, কিন্তু বাস্তবিকই ভগবান কখনও তাঁর চিন্ময় দেহ ত্যাগ করেন না। কিন্তু অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা তা জানে না। ভগবান স্বয়ং এই ধরনের মূঢ়দের *ভগবদ্গীতায়* তিরস্কার করেছেন।

ভগবানের তথাকথিত দেহত্যাগের অর্থ হচ্ছে যে, তিনি কোন বিশেষ অপ্রাকৃত ধামে তাঁর লীলা সংবরণ করলেন, ঠিক যেভাবে তিনি এই জড় জগতে তাঁর *বিরাট রূপটি* পরিত্যাগ করেছিলেন।

শ্লোক ৯

যস্মান্নঃ সম্পদো রাজ্যং দারাঃ প্রাণাঃ কুলং প্রজাঃ ।
আসন্ সপত্নবিজয়ো লোকাশ্চ যদনুগ্রহাৎ ॥ ৯ ॥

যস্মাৎ—যার থেকে; **নঃ**—আমাদের; **সম্পদঃ**—ঐশ্বর্য; **রাজ্যম্**—রাজ্য; **দারাঃ**—গুণবতী পত্নীসমূহ; **প্রাণাঃ**—জীবনের অস্তিত্ব; **কুলম্**—বংশ; **প্রজাঃ**—প্রজা; **আসন্**—সম্ভব হয়েছে; **সপত্ন**—প্রতিযোগীরা; **বিজয়ঃ**—বিজিত হয়েছে; **লোকাঃ**—উচ্চতর গ্রহলোকে বাস করার সম্ভাবনা; **চ**—এবং; **যৎ**—যাঁর; **অনুগ্রহাৎ**—অনুগ্রহ থেকে।

অনুবাদ

তাঁর কাছ থেকেই আমাদের যাবতীয় রাজকীয় ঐশ্বর্য সমৃদ্ধি সম্পদ, রাজ্যপাট, গুণবতী স্ত্রী, জীবকুল, বংশানুক্রম, প্রজাপালন, শত্রুজয়, এবং উচ্চতর গ্রহলোকাদির মধ্যে ভবিষ্যৎ সংস্থান লাভের সম্ভাবনা সব কিছুই অর্জন করেছি। এই সবই আমাদের প্রতি তাঁর অহৈতুকী কৃপার ফলেই হয়েছে।

তাৎপর্য

জড়জাগতিক সমৃদ্ধির মধ্যে থাকে ভাল স্ত্রী, ভাল গৃহ-পরিবার, যথেষ্ট ভূ-সম্পত্তি, সুসন্তানাদি, সম্ভ্রান্ত পারিবারিক আত্মীয় পরিজন, প্রতিদ্বন্দ্বী বিজয়, এবং পুণ্যকর্মের মাধ্যমে উচ্চতর গ্রহলোকে স্বর্গ সুখ ভোগের আরও সুযোগ লাভ। কেবলমাত্র কঠোর পরিশ্রম অথবা অসৎ উপায়ের দ্বারা এই সমস্ত সুখ-সুবিধাগুলি অর্জন করা যায় না, এই সব লাভ হয় কেবল পরমেশ্বর ভগবানের অনুগ্রহের ফলে। মানুষের আপন প্রচেষ্টার ফলে যে সমৃদ্ধি লাভ হয়, তাও নির্ভর করে ভগবানের অনুগ্রহের উপর।

ভগবানের আশীর্বাদের সঙ্গে নিজের প্রচেষ্টারও অবশ্য প্রয়োজন, কিন্তু ভগবানের কৃপা ছাড়া কেবলমাত্র নিজের প্রচেষ্টার দ্বারাই কখনও কেউ সফল হতে পারে না। কলিযুগের আধুনিকতাসম্পন্ন মানুষ নিজের চেষ্টাতেই বিশ্বাস রাখে এবং পরমেশ্বর ভগবানের অনুগ্রহ অগ্রাহ্য করে। এমন কি ভারতবর্ষের একজন প্রখ্যাত সন্ন্যাসী শিকাগোর একটি ধর্মসভায় পরমেশ্বর ভগবানের করুণার প্রতিবাদ করে ভাষণ দিয়েছিলেন।

কিন্তু বৈদিক শাস্ত্রাদিতে, বিশেষ করে *শ্রীমদ্ভাগবতে* র, পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় আমরা দেখতে পাই যে, চরমে সমস্ত প্রচেষ্টার সাফল্যের চাবিকাঠি থাকে পরমেশ্বর ভগবানেরই হাতে।

মহারাজ যুধিষ্ঠির এই সত্য তাঁর নিজের সাফল্যের ক্ষেত্রে স্বীকার করেছেন, এবং তাই তাঁর মতো মহান্ রাজা এবং ভগবদ্ভক্তের পদাঙ্ক অনুসরণ করার মাধ্যমেই জীবনে পরিপূর্ণ সাফল্য লাভ করা সম্ভব।

ভগবানের অনুমোদন ব্যতিরেকে যদি সাফল্য লাভ করা যেত, তা হলে কোন ডাক্তারই রোগীর রোগ নিরাময়ে ব্যর্থ হতেন না। সব চেয়ে সুদক্ষ চিকিৎসকেরা কেন তা হলে সব চেয়ে উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থার দ্বারাও রোগীদের মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারছেন না, আবার কোন ক্ষেত্রে, বিনা চিকিৎসায় ভয়ঙ্কর রোগাক্রান্ত মানুষ সুনিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছেন?

সুতরাং সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, শুভ বা অশুভ, উভয় পরিণতিই নির্ভর করে ভগবানের অনুমোদনের উপর। প্রতিটি সফল মানুষেরই কর্তব্য হচ্ছে, সে যা কিছু অর্জন করেছে, তার জন্য পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করা।

শ্লোক ১০

পশ্যোৎপাতান্নরব্যাঘ্র দিব্যান্ ভৌমান্ সদৈহিকান্ ।
দারুণান্ শংসতোঽদূরাদ্ভয়ং নো বুদ্ধিমোহনম্ ॥ ১০ ॥

পশ্য—দেখ; **উৎপাতান্**—অমঙ্গল সমূহ; **নর-ব্যাঘ্র**—হে ব্যাঘ্রবৎ শক্তিসম্পন্ন মানুষ; **দিব্যান্**—গগনমণ্ডলের ঘটনাবলী অথবা নক্ষত্রের দ্বারা প্রভাবিত ঘটনাবলী; **ভৌমান্**—পৃথিবীর ঘটনাবলী; **স-দৈহিকান্**—দেহ এবং মনের ঘটনাবলী; **দারুণান্**—ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক; **শংসতঃ**—ইঙ্গিত করছে; **অদূরাৎ**—অদূর ভবিষ্যতে; **ভয়ম্**—বিপদ; **নঃ**—আমাদের; **বুদ্ধি**—বুদ্ধি; **মোহনম্**—ভ্রান্তিকর।

অনুবাদ

দেখ দেখ, হে নরব্যাঘ্র, গ্রহনক্ষত্রাদির প্রভাবজনিত (আধিদৈবিক), জাগতিক প্রতিক্রিয়া সম্ভূত (আধিভৌতিক), এবং দৈহিক যন্ত্রণাদি থেকে উদ্ভূত (আধ্যাত্মিক) কত রকমের ভয়ঙ্কর উৎপাত উপস্থিত হয়েছে, যা আমাদের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে অদূর ভবিষ্যতের বিপদাশঙ্কার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

তাৎপর্য

সভ্যতার জড়জাগতিক উন্নতি মানে হচ্ছে, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক প্রভাবজনিত ত্রিতাপ দুঃখেরই প্রগতি। গ্রহ-নক্ষত্রাদির আধিদৈবিক প্রভাবজনিত বহু প্রকার দুঃখ-দুর্দশা রয়েছে, যেমন, অত্যধিক তাপ, শীত, অতিবৃষ্টি অথবা অনাবৃষ্টি এবং তার পরিণামে দুর্ভিক্ষ, রোগব্যাধি এবং মহামারী। তার চরম পরিণামে দেহ এবং মনের বিষম যন্ত্রণা মানুষ ভোগ করে।

মানুষের জড় বিজ্ঞানের প্রগতি এই ত্রিতাপ দুঃখ দূরীভূত করার ব্যাপারে কিছুই করতে পারে না। এগুলি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশে মায়ার প্রভাবে জীবের দণ্ডভোগ। তাই ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে নিরন্তর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার ফলেই কেবল আমরা এই সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার হাত থেকে মুক্ত হয়ে নির্বিঘ্নে আমাদের মানবিক কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করতে পারি।

অসুরেরা অবশ্য ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। তাই, ভগবানকে অস্বীকার করে তারা এই ত্রিতাপ দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে নিজেরাই নানা রকম পরিকল্পনা করে, এবং প্রতি পদক্ষেপে তারা অকৃতকার্য হয়। *ভগবদ্গীতায় (৭/১৪)* ভগবান স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, ত্রিগুণময়ী জড়া প্রকৃতির প্রভাব অতিক্রম করা অসম্ভব। কেবল ভক্তিভাবের মাধ্যমে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হওয়ার দ্বারা সেই প্রভাব থেকে সহজেই মুক্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ১১

ঊর্বক্ষিবাহবো মহ্যং স্ফুরন্ত্যঙ্গ পুনঃ পুনঃ ।
বেপথুশ্চাপি হৃদয়ে আরাদ্দাস্যন্তি বিপ্রিয়ম্ ॥ ১১ ॥

ঊরু—ঊরু; **অক্ষি**—চক্ষু; **বাহবঃ**—বাহুদ্বয়; **মহ্যম্**—আমার; **স্ফুরন্তি**—কম্পিত হচ্ছে; **অঙ্গ**—শরীরের বাম অঙ্গ; **পুনঃ পুনঃ**—বারবার; **বেপথুঃ**—কম্পিত হচ্ছে; **চ**—ও; **অপি**—অবশ্যই; **হৃদয়ে**—হৃদয়ে; **আরাৎ**—ভয়ে; **দাস্যন্তি**—ইঙ্গিত করছে; **বিপ্রিয়ম্**—অবাঞ্ছিত অমঙ্গল।

অনুবাদ

আমার বাম ঊরু, বাম নয়ন ও বাম বাহু সবই বারংবার স্পন্দিত হচ্ছে। আশঙ্কায় আমার হৃদয়ও বারংবার কম্পিত হচ্ছে। এই সমস্তই অবাঞ্ছিত অমঙ্গলের সূচনা ইঙ্গিত করছে।

তাৎপর্য

জড়জাগতিক অস্তিত্ব অবাঞ্ছিত বিষয়ে পরিপূর্ণ। যে সব জিনিস আমরা কামনা করি না, কোন না কোন উচ্চতর শক্তির প্রভাবে সেগুলি জোর করে আমাদের জীবনে আরোপিত হয়, এবং আমরা দেখতে পাই না যে, এই সমস্ত অবাঞ্ছিত ব্যাপারগুলি সবই জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের অধীন। যখন মানুষের চোখ, হাত আর ঊরু বার বার কম্পিত হয়, তখন বুঝতে হবে যে, কোন অমঙ্গলজনক ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। এই সমস্ত অবাঞ্ছিত ঘটনাগুলিকে দাবানলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কেউই বনে আগুন লাগাতে যায় না, কিন্তু আপনা থেকেই বনে আগুন জ্বলে ওঠে এবং বনের সমস্ত প্রাণীদের অচিন্তনীয় দুঃখ-দুর্দশার সৃষ্টি করে। মানুষের কোন চেষ্টাই এই অগ্নি নির্বাপণ করতে পারে না। ভগবানের কৃপার প্রভাবেই কেবল সেই অগ্নি নির্বাপণ করা যেতে পারে, তিনি মেঘ পাঠিয়ে দেন অরণ্যে জল ঢালবার জন্যে।

তেমনই, কোন রকম পরিকল্পনার দ্বারা মানুষ তার অবাঞ্ছিত ঘটনাপ্রসূত ত্রিতাপ দুঃখের নিবৃত্তি সাধন করতে পারে না। ভগবানের কৃপার প্রভাবেই কেবল সেই সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত হতে পারে, যিনি তাঁর প্রতিনিধিকে পাঠান মানুষদের দিব্য জ্ঞান প্রদান করার জন্য এবং তার ফলে তাদের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা থেকে তারা মুক্ত হতে পারে।

শ্লোক ১২

শিবৈষোদ্যন্তমাদিত্যমভিরৌত্যনলাননা ।
মামঙ্গ সারমেয়োঽয়মভিরেভত্যভীরুবৎ ॥ ১২ ॥

শিবা—শৃগাল; **এষা**—এই; **উদ্যন্তম্**—উদিত হচ্ছে ; **আদিত্যম্**—সূর্য; **অভি**—অভিমুখে; **রৌতি**—ক্রন্দন করছে; **অনল**—অগ্নি; **আননা**—মুখ; **মাম্**—আমার প্রতি; **অঙ্গ**—হে ভীম; **সারমেয়ঃ**—কুকুর; **অয়ম্**—এই; **অভিরেভতি**—ডাকছে; **অভিরুবৎ**—ভয়শূন্য হয়ে।

অনুবাদ

হে ভীম, ঐ দেখ, এই শৃগালী মুখ থেকে অনল উদ্‌গার করতে করতে উদীয়মান সূর্যের দিকে তাকিয়ে বিকট আর্তনাদ করছে আর এই কুকুরটা নির্ভয় চিত্তে আমার দিকে তাকিয়ে বিকট ভাবে শব্দ করছে।

তাৎপর্য

অদূর ভবিষ্যতে অবাঞ্ছিত কিছু ঘটনা ঘটার অশুভ ইঙ্গিত এগুলি।

শ্লোক ১৩

শস্তাঃ কুর্বন্তি মাং সব্যং দক্ষিণং পশবোঽপরে ।
বাহাংশ্চ পুরুষব্যাঘ্র লক্ষয়ে রুদতো মম ॥ ১৩ ॥

শস্তাঃ—গাভী আদি উপকারী জন্তু; **কুর্বন্তি**—রেখে; **মাম্**—আমাকে; **সব্যম্**—বাম দিকে; **দক্ষিণম্**—প্রদক্ষিণরত; **পশবঃ অপরে**—গর্দভ আদি নিম্নযোনির অশুভ পশুরা; **বাহান্**—অশ্বগণ (বহনকারী); **চ**—ও; **পুরুষ-ব্যাঘ্র**—হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ; **লক্ষয়ে**—আমি দেখছি; **রুদতঃ**—রোদন করছে; **মম**—আমার।

অনুবাদ

হে ভীমসেন, পুরুষব্যাঘ্র, এখন গাভীদের মতো উপকারী পশুরা আমার বাম দিক দিয়ে চলে যাচ্ছে, এবং গর্দভদের মতো, নিম্নযোনির অশুভ পশুরা আমাকে প্রদক্ষিণ করছে। আমার অশ্বগণ যেন আমাকে দেখে রোদন করছে বলে মনে হচ্ছে।

শ্লোক ১৪

মৃত্যুদূতঃ কপোতোঽমুলূকঃ কম্পয়ন্ মনঃ ।
প্রত্যুলূকশ্চ কুহ্বানৈর্বিশ্বং বৈশূন্যমিচ্ছতঃ ॥ ১৪ ॥

মৃত্যুদূত—যমদূত; কপোতঃ—পায়রা; অয়ম্—এই; উলূকঃ—পেঁচা; কম্পয়ন্—কম্পিত; মনঃ—মন; প্রত্যুলূকঃ—পেঁচার প্রতিদ্বন্দ্বী (কাক); চ—এবং; কুহ্বানৈঃ—কুৎসিত চিৎকার; বিশ্বম্—বিশ্ব; বৈ—উভয়েই; শূন্যম্—শূন্য; ইচ্ছতঃ—ইচ্ছা করছে।

অনুবাদ

দেখ! এই পায়রাটিকে যেন যমদূত বলে মনে হচ্ছে। পেচাঁ এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বী কাকের কর্কশ স্বরে আমার হৃদয় কম্পিত হচ্ছে। মনে হচ্ছে, তারা যেন সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে শূন্য করে ফেলতে চাইছে।

শ্লোক ১৫

ধূম্রা দিশঃ পরিধয়ঃ কম্পতে ভূঃ সহাদ্রিভিঃ ।
নির্ঘাতশ্চ মহাংস্তাত সাকঞ্চ স্তনয়িত্নুভিঃ ॥ ১৫ ॥

ধূম্রাঃ—ধূমায়িত; দিশঃ—সমস্ত দিক; পরিধয়ঃ—আবৃত; কম্পতে—কম্পিত হচ্ছে; ভূঃ—পৃথিবী; সহ অদ্রিভিঃ—পাহাড়-পর্বতাদি সহ; নির্ঘাত—বিনা মেঘে বজ্রপাত; চ—ও; মহান্—বিপুল; তাত—হে ভীম; সাকম্—সহ; চ—ও; স্তনয়িত্নুভিঃ—বিনা মেঘে বজ্র গর্জন।

অনুবাদ

দেখ, ধূম্র কিভাবে আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন পৃথিবী আর পাহাড়-পর্বত কাঁপছে। শোন, বিনা মেঘে বজ্রপাত হচ্ছে এবং দেখ, নীল আকাশ থেকে বিদ্যুৎ নেমে আসছে।

শ্লোক ১৬

বায়ুর্বাতি খরস্পর্শো রজসা বিসৃজংস্তমঃ ।
অসৃগ্‌বর্ষন্তি জলদা বীভৎসমিব সর্বতঃ ॥ ১৬ ॥

বায়ুঃ—বায়ু; **বাতি**—প্রবাহিত হচ্ছে ; **খর-স্পর্শঃ**—প্রচণ্ড; **রজসা**—ধূলির দ্বারা; **বিসৃজন্**—সৃষ্টি করে; **তমঃ**—অন্ধকার; **অসৃক্**—রক্ত; **বর্ষন্তি**—বর্ষণ করছে; **জলদা**—মেঘ সমূহ; **বীভৎসম্**—বীভৎস, **ইব**—রূপে; **সর্বতঃ**—সর্বত্র।

অনুবাদ

ধূলিরাশিতে দিগন্ত অন্ধকার করে প্রচণ্ড বেগে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে। মেঘসমূহ অতি বীভৎসরূপে চতুর্দিকে রক্ত বর্ষণ করছে।

শ্লোক ১৭

সূর্যং হতপ্রভং পশ্য গ্রহমর্দং মিথো দিবি ।
সসঙ্কুলৈর্ভূতগণৈর্জ্বলিতে ইব রোদসী ॥ ১৭ ॥

সূর্যম্—সূর্য; **হত-প্রভম্**—নিষ্প্রভ; **পশ্য**—দেখ; **গ্রহ-মর্দম্**—গ্রহগণের সংঘর্ষ; **মিথঃ**—পরস্পর; **দিবি**—আকাশে; **স-সঙ্কুলৈঃ**—মিশ্রিত হয়ে; **ভূত-গণৈঃ**—প্রাণীগণ; **জ্বলিতে**—জ্বলন্ত ; **ইব**—যেন; **রোদসী**—ক্রন্দন করছে।

অনুবাদ

সূর্যকিরণ নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছে, এবং আকাশে গ্রহ-নক্ষত্রগুলি পরস্পর যুদ্ধ করছে বলে মনে হচ্ছে। বিভ্রান্ত প্রাণীরা যেন অগ্নিতে প্রজ্বলিত হয়ে ক্রন্দন করছে।

শ্লোক ১৮

নদ্যো নদাশ্চ ক্ষুভিতাঃ সরাংসি চ মনাংসি চ ।
ন জ্বলত্যগ্নিরাজ্যেন কালোঽয়ং কিং বিধাস্যতি ॥ ১৮ ॥

নদ্যঃ—নদীসমূহ; **নদাঃ চ**—এবং শাখানদীসমূহ; **ক্ষুভিতাঃ**—ক্ষুব্ধ; **সরাংসি**—সরোবরগুলি; **চ**—এবং; **মনাংসি**—মন; **চ**—ও; **ন**—করে না; **জ্বলতি**—প্রজ্বলিত; **অগ্নিঃ**—অগ্নি; **আজ্যেন**—ঘি ঢালা সত্ত্বেও; **কালঃ**—কাল; **অয়ম্**—এই অসাধারণ; **কিম্**—কি; **বিধাস্যতি**—বিধান করবে।

অনুবাদ

নদ, নদী, সরোবর, জলাশয়াদি এবং মন সবই বিক্ষুব্ধ হচ্ছে। ঘৃতাহুতি প্রদানেও অগ্নি আর প্রজ্বলিত হচ্ছে না। এ কি দুঃসময়? জানি না, কি ঘটতে চলেছে?

শ্লোক ১৯

ন পিবন্তি স্তনং বৎসা ন দুহ্যন্তি চ মাতরঃ ।
রুদন্ত্যশ্রুমুখা গাবো ন হৃষ্যন্ত্যৃষভা ব্রজে ॥ ১৯ ॥

ন—করে না; **পিবন্তি**—পান; **স্তনম্**—স্তন; **বৎসাঃ**—বৎসগণ; **দুহ্যন্তি**—দুগ্ধক্ষরণ; **চ**—ও; **মাতরঃ**—গাভীগণ; **রুদন্তি**—ক্রন্দন করছে; **অশ্রুমুখাঃ**—অশ্রুমুখী হয়ে; **গাবঃ**—গাভীগণ; **ন**—করে না; **হৃষ্যন্তি**—আনন্দিত হয়ে; **ঋষভাঃ**—বৃষগণ; **ব্রজে**—গোচারণ ভূমিতে।

অনুবাদ

গোবৎসগণ আর গোমাতার স্তন পান করছে না; গাভীদের স্তন থেকেও আর দুগ্ধধারা বিগলিত হচ্ছে না। তারা অশ্রুমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে রোদন করছে, এবং গোচারণ ভূমিতে বৃষগণও আর আনন্দ প্রকাশ করছে না।

শ্লোক ২০

দৈবতানি রুদন্তীব স্বিদ্যন্তি হ্যুচ্চলন্তি চ ।
ইমে জনপদা গ্রামাঃ পুরোদ্যানাকরাশ্রমাঃ ।
ভ্রষ্টশ্রিয়ো নিরানন্দাঃ কিমঘং দর্শয়ন্তি নঃ ॥ ২০ ॥

দৈবতানি—মন্দিরের দেবপ্রতিমাগুলি; **রুদন্তি**—মনে হচ্ছে ক্রন্দন করছেন; **ইব**—যেন; **স্বিদ্যন্তি**—ঘর্মাক্ত কলেবর হয়ে; **হি**—অবশ্যই; **উচ্চলন্তি**—যেন স্থান ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন; **চ**—ও; **ইমে**—এই সমস্ত; **জনপদাঃ**—নগরীগুলি; **গ্রামাঃ**—গ্রামসমূহ; **পুর**—শহরাদি; **উদ্যান**—উদ্যানাদি; **আকর**—খনিগুলি; **আশ্রমাঃ**—আশ্রমসমূহ; **ভ্রষ্ট**—রহিত; **শ্রিয়ঃ**—সৌন্দর্য; **নিরানন্দাঃ**—আনন্দহীন; **কিম্**—কত রকম; **অঘম্**—দুঃখ-দুর্দশা; **দর্শয়ন্তি**—দর্শন করাবে; **নঃ**—আমাদের।

অনুবাদ

মন্দিরে দেবপ্রতিমাগুলি যেন ঘর্মাক্ত কলেবরে রোদন করছেন। তাঁরা যেন স্থান ত্যাগ করে চলে যেতে উদ্যত হয়েছেন। এই সমস্ত শহর, জনপদ, গ্রামগঞ্জ, খনিখামার, উদ্যান-আশ্রমাদি সবই যেন এখন শ্রী-ভ্রষ্ট এবং নিরানন্দ হয়েছে। জানি না, আরও কত বিপর্যয় আমাদের জন্যে প্রতীক্ষা করে আছে।

শ্লোক ২১

মন্য এতৈর্মহোৎপাতৈর্নূনং ভগবতঃ পদৈঃ ।
অনন্যপুরুষশ্রীভির্হীনা ভূর্হতসৌভগা ॥ ২১ ॥

মন্যে—আমি নিশ্চিতভাবে মনে করি; **এতৈঃ**—এই সমস্ত; **মহা**—ভীষণ; **উৎপাতৈঃ**—উৎপাত; **নূনম্**—অভাবে; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **পদৈঃ**—শ্রীপাদপদ্মের শুভ চিহ্নসমূহ; **অনন্য**—অসাধারণ; **পুরুষ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **শ্রীভিঃ**—শুভ চিহ্ন দ্বারা; **হীনা**—বিহীন; **ভূ**—পৃথিবী; **হতসৌভগা**—সৌভাগ্যহীনা।

অনুবাদ

এই সমস্ত অশুভ লক্ষণ দর্শন করে আমার মনে হচ্ছে যে, আজ পৃথিবীর সৌভাগ্য বিনষ্ট হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানের পাদপদ্মের চরণচিহ্নে চিহ্নিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিল ধরিত্রী। এই সব লক্ষণাদি নির্দেশ করছে যে, তা আর থাকবে না।

শ্লোক ২২

ইতি চিন্তয়তস্তস্য দৃষ্টারিষ্টেন চেতসা ।
রাজ্ঞঃ প্রত্যাগমদ্ ব্রহ্মন্ যদুপুর্যাঃ কপিধ্বজঃ ॥ ২২ ॥

ইতি—এইভাবে; **চিন্তয়তঃ**—চিন্তা করছিলেন; **তস্য**—তাঁর; **দৃষ্টা**—দর্শন করে; **অরিষ্টেন**—অশুভ লক্ষণসমূহ; **চেতসা**—মনের দ্বারা; **রাজ্ঞঃ**—রাজা; **প্রত্যাগমদ্**—প্রত্যাগমন করলেন; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **যদুপুর্যাঃ**—যদুপুরী দ্বারকা থেকে; **কপিধ্বজঃ**—অর্জুন।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ শৌনক, পৃথিবীতে সেই সময়ে এই সমস্ত অশুভ লক্ষণ দর্শন করে মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিলেন, তখন অর্জুন দ্বারকাপুরী থেকে ফিরে এলেন।

শ্লোক ২৩

তং পাদয়োর্নিপতিতমযথাপূর্বতুরম্ ।
অধোবদনমব্বিন্দূন্ সৃজন্তং নয়নাব্জয়োঃ ॥ ২৩ ॥

তম্—তাঁকে (অর্জুনকে); পাদয়োঃ—চরণতলে; নিপতিতম্—প্রণত; অযথাপূর্বম্—পূর্বরীতির ব্যতিক্রমে; আতুরম্—কাতর; অধোবদনম্—অধোমুখ; অপ-বিন্দূন্—অশ্রুবিন্দু; সৃজন্তম্—সৃষ্টি করে; নয়নাব্জয়োঃ—কমলসদৃশ চক্ষু থেকে।

অনুবাদ

অর্জুন যখন তাঁর চরণতলে নিপতিত হলেন, তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর কাতরভাব যেন অভূতপূর্ব। তাঁর মুখ ছিল অবনত ও নয়নকমল থেকে বিন্দু বিন্দু অশ্রু নেমে আসছিল।

শ্লোক ২৪

বিলোক্যোদ্বিগ্নহৃদয়ো বিচ্ছায়মনুজং নৃপঃ ।
পৃচ্ছতি স্ম সুহৃন্মধ্যে সংস্মরন্নারদেরিতম্ ॥ ২৪ ॥

বিলোক্য—দর্শন করে; উদ্বিগ্ন—আশঙ্কাগ্রস্ত; হৃদয়ো—হৃদয়; বিচ্ছায়ম্—কান্তিহীন; অনুজম্—ছোটভাই অর্জুন; নৃপঃ—রাজা; পৃচ্ছতি স্ম—জিজ্ঞাসা করেছিলেন; সুহৃৎ—বন্ধুদের; মধ্যে—মধ্যে; সংস্মরণ—স্মরণ করে; নারদঃ—নারদ মুনি; ইরিতম্—ইঙ্গিত।

অনুবাদ

অর্জুনকে এইভাবে হৃদয়স্পর্শী উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় কান্তিহীন অবস্থায় দেখে, মহারাজ যুধিষ্ঠির নারদ মুনির ইঙ্গিত স্মরণ করে সুহৃদ্‌বর্গের সমক্ষে অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্লোক ২৫

যুধিষ্ঠির উবাচ

কচ্চিদানর্তপুর্যাং নঃ স্বজনাঃ সুখমাসতে ।
মধুভোজদশার্হার্হ সাত্বতান্ধকবৃষ্ণয়ঃ ॥ ২৫ ॥

যুধিষ্ঠিরঃ উবাচ—যুধিষ্ঠির বললেন; কচ্চিৎ—কিনা; আনর্তপুর্যাম্—দ্বারকার; নঃ—আমাদের; স্বজনাঃ—আত্মীয়-স্বজন; সুখম্—সুখে; আসতে—বর্তমান আছেন; মধু—মধু; ভোজ—ভোজ; দশার্হ—দশার্হ; আর্হ—আর্হ; সাত্বত—সাত্বত; অন্ধক—অন্ধক; বৃষ্ণয়ঃ—বৃষ্ণিবংশীয়।

অনুবাদ

মহারাজ যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন—ভাই, আমাকে বল, আমাদের বন্ধুবান্ধব আর আত্মীয়-স্বজনেরা—মধু, ভোজ, দশার্হ, আর্হ, সাত্বত, অন্ধক ও বৃষ্ণিরা অর্থাৎ যদুবংশের সকলে কুশলে আছেন ত?

শ্লোক ২৬

শূরো মাতামহঃ কচ্চিৎস্বস্ত্যাস্তে বাথ মারিষঃ ।
মাতুলঃ সানুজঃ কচ্চিৎকুশল্যানকদুন্দুভিঃ ॥ ২৬ ॥

শূরঃ—শূরসেন; মাতামহঃ—মাতামহ; কচ্চিৎ—কিনা; স্বস্তি—মঙ্গল; আস্তে—আছেন; বা—অথবা; অথঃ—সুতরাং; মারিষঃ—মাননীয়; মাতুলঃ—মাতুল; স-অনুজঃ—কনিষ্ঠ ভ্রাতাসহ; কচ্চিৎ—কিনা; কুশলী—কুশলে; আনক-দুন্দুভিঃ—বসুদেব।

অনুবাদ

আমার শ্রদ্ধেয় মাতামহ শূরসেন মঙ্গলে আছেন ত? আর, আমার মাতুল বসুদেব এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতারা কুশলে আছেন ত?

শ্লোক ২৭

সপ্ত স্বসারস্তৎপত্ন্যো মাতুলান্যঃ সহাত্মজাঃ ।
আসতে সম্নুষাঃ ক্ষেমং দেবকীপ্রমুখাঃ স্বয়ম্ ॥ ২৭ ॥

সপ্ত—সাত; **স্ব-সারঃ**—স্বীয় ভগ্নীগণ; **তৎ-পত্ন্য**—তাঁর পত্নীগণ; **মাতুলান্যঃ**—মাতুলানীরা; **সহ**—সহ; **আত্মজাঃ**—পুত্র এবং পৌত্রগণ; **আসতে**—আছেন; **সস্নুষাঃ**—পুত্রবধূগণসহ; **ক্ষেমম্**—সুখে; **দেবকী**—দেবকী; **প্রমুখাঃ**—প্রমুখ; **স্বয়ম্**—স্বয়ং।

অনুবাদ

দেবকী প্রমুখ বসুদেবের সাত পত্নী পরস্পরের প্রতি ভগ্নীভাবাপন্ন। তাঁরা সকলেই তাঁদের পুত্র ও পুত্রবধূগণসহ সুখে আছেন ত?

শ্লোক ২৮-২৯

কচ্চিদ্রাজাহুকো জীবত্যসৎপুত্রোঽস্য চানুজঃ ।
হৃদীকঃ সসুতোঽক্রূরো জয়ন্তগদসারণাঃ ॥ ২৮ ॥
আসতে কুশলং কচ্চিদ্ যে চ শত্রুজিদাদয়ঃ ।
কচ্চিদাস্তে সুখং রামো ভগবান্ সাত্বতাং প্রভুঃ ॥ ২৯ ॥

কচ্চিৎ—কিনা; **রাজা**—রাজা; **আহুকঃ**—উগ্রসেনের আর একটি নাম; **জীবতি**—বেঁচে আছেন; **অসৎ**—দুরাচারী; **পুত্রঃ**—পুত্র; **অস্য**—তার; **চ**—ও; **অনুজঃ**—কনিষ্ঠ ভ্রাতা; **হৃদীকঃ**—হৃদীক; **স-সুতঃ**—পুত্র কৃতবর্মাসহ; **অক্রূরঃ**—অক্রূর; **জয়ন্তঃ**—জয়ন্ত ; **গদ**—গদ; **সারণাঃ**—সারণ; **আসতে**—আছে; **কুশলম্**—সুখে; **কচ্চিৎ**—কিনা; **যে**—তারা; **চ**—ও; **শত্রুজিৎ**—শত্রুজিৎ; **আদয়ঃ**—প্রমুখ; **কচ্চিৎ**—কিনা; **আস্তে**—আছেন; **সুখম্**—সুখে; **রামঃ**—বলরাম; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **সাত্বতাম্**—ভক্তদের; **প্রভুঃ**—প্রভু।

অনুবাদ

যাঁর পুত্র অত্যন্ত দুরাচারী, সেই উগ্রসেন রাজা এবং তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর দেবক এখনও জীবিত আছেন ত? উগ্রসেন সুখে আছেন ত? হৃদীক এবং তাঁর পুত্র কৃতবর্মা, অক্রূর, জয়ন্ত, গদ, সারণ ও শত্রুজিৎ এঁরা সকলে ভাল আছেন ত? ভক্তদের প্রভু বলরাম কুশলে আছেন ত?

তাৎপর্য

পাণ্ডবদের রাজধানী হস্তিনাপুর বর্তমান দিল্লীর নিকটেই অবস্থিত ছিল, আর উগ্রসেনের রাজধানী ছিল মথুরায়। দ্বারকা থেকে দিল্লীতে (হস্তিনাপুরে) ফেরার

সময় অর্জুন নিশ্চয়ই মথুরায় গিয়েছিলেন, এবং তাই মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পক্ষে মথুরার রাজার কুশল সংবাদ নেওয়া স্বাভাবিক। তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের নামের মধ্যে, শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাম অথবা বলরামের নামের সঙ্গে 'ভগবান' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ শ্রীবলরাম হচ্ছেন বিষ্ণুতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ বিগ্রহ।

পরমেশ্বর ভগবান এক এবং অদ্বিতীয় হলেও, তিনি বহু রূপে জীবসত্তার মাঝে নিজেকে বিস্তার করেন। তার মধ্যে বিষ্ণুতত্ত্বগণ তাঁরই বিস্তার, এবং তাঁরা সকলেই গুণগতভাবে এবং আয়তনগতভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সমান। কিন্তু তাঁর জীবশক্তির বিস্তার, সাধারণ জীবেরা, কখনই তাঁর সমকক্ষ নয়। যারা মনে করে যে, জীবশক্তি এবং বিষ্ণুত্ত্ব সমপর্যায়ভুক্ত, তাদের পাষণ্ডী বলে বিবেচনা করা হয়।

শ্রীরাম বা বলরাম হচ্ছেন ভক্তদের প্রভু। শ্রীবলরাম সমস্ত ভক্তদের পারমার্থিক দীক্ষাগুরু এবং তাঁরই অহৈতুকী কৃপার ফলে অধঃপতিত জীবেরা উদ্ধার লাভ করে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলায় শ্রীবলরাম শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং নিত্যানন্দ প্রভু অত্যন্ত অধঃপতিত জগাই এবং মাধাইকে উদ্ধার করে তাঁর অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করেছিলেন। তাই এখানে বলরামকে বিশেষভাবে ভক্তদের প্রভু বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর দিব্য কৃপাতেই কেবল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে যাওয়া যায়, এবং তাই শ্রীবলরাম হচ্ছেন ভগবানের করুণার অবতার, গুরুতত্ত্ব, শুদ্ধ ভক্তদের আশ্রয়।

শ্লোক ৩০

প্রদ্যুম্নঃ সর্ববৃষ্ণীনাং সুখমাস্তে মহারথঃ ।
গম্ভীররয়োঽনিরুদ্ধো বর্ধতে ভগবানুত ॥ ৩০ ॥

প্রদ্যুম্নঃ—প্রদ্যুম্ন (শ্রীকৃষ্ণের এক পুত্র); **সর্ব**—সমস্ত; **বৃষ্ণীনাম্**—বৃষ্ণীদের মধ্যে; **সুখম্**—সুখ; **আস্তে**—আছে; **মহারথঃ**—মহান্ সেনাপতি; **গম্ভীর**—গম্ভীর; **রয়ঃ**—বীরত্ব; **অনিরুদ্ধঃ**—অনিরুদ্ধ (শ্রীকৃষ্ণের এক পৌত্র); **বর্ধতে**—বর্ধন করে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **উত**—অবশ্যই।

অনুবাদ

বৃষ্ণি বংশের মহান্ সেনাপতি প্রদ্যুম্ন কেমন আছে? আর, যুদ্ধে অতিশয় পরাক্রমশালী, ভগবানের অংশ প্রকাশ, অনিরুদ্ধ আনন্দে আছেন ত?

তাৎপর্য

প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধও পরমেশ্বর ভগবানের অংশ প্রকাশ, এবং তাই তাঁরাও বিষ্ণুতত্ত্ব। দ্বারকায় ভগবান বাসুদেব তাঁর অংশ প্রকাশ সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধসহ তাঁর অপ্রাকৃত লীলাবিলাস করেন, এবং তাই তাঁদের প্রত্যেককেই পরমেশ্বর ভগবান বলে সম্বোধন করা যায়, যা এখানে অনিরুদ্ধ সম্বন্ধে করা হয়েছে।

শ্লোক ৩১

সুষেণশ্চারুদেষ্ণশ্চ সাম্বো জাম্ববতীসুতঃ ।
অন্যে চ কার্ষ্ণিপ্রবরাঃ সপুত্রা ঋষভাদয়ঃ ॥ ৩১ ॥

সুষেণঃ—সুষেণ; **চারুদষ্ণঃ**—চারুদেষ্ণ; **চ**—এবং; **সাম্বঃ**—সাম্ব; **জাম্ববতীসুতঃ**—জাম্ববতীর পুত্র; **অন্যে**—অন্যেরা; **চ**—ও; **কার্ষ্ণি**—শ্রীকৃষ্ণের পুত্রগণ; **প্রবরাঃ**—প্রধান প্রধান; **স-পুত্রাঃ**—তাঁদর পুত্রগণসহ; **ঋষভ**—ঋষভ; **আদয়ঃ**—ইত্যাদি।

অনুবাদ

সুষেণ, চারুদেষ্ণ, জাম্ববতীর পুত্র সাম্ব এবং শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য প্রধান প্রধান পুত্রগণ, ঋষভাদি তাঁদের পুত্রসহ ভাল আছেন ত?

তাৎপর্য

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে ষোল হাজার একশ আট জন মহিষীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ হয়েছিল, এবং তাঁদের প্রত্যেকের দশজন করে পুত্র ছিল। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের ১৬১০৮ X ১০=১,৬১,০৮০ জন পুত্র ছিল। তাঁরা সকলেই প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছিলেন, এবং তাঁদেরও বহু সন্তান-সন্ততি ছিল। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় ১৬,১০,৮০০।

ভগবান হচ্ছেন সমস্ত জীবের পিতা, সেই জীবসত্তার সংখ্যা অগণিত; তাই তাদের মধ্যে কেবল অল্প কয়েকজনই এই পৃথিবীতে ভগবানের অপ্রাকৃত দ্বারকা লীলায় অংশ গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। ভগবান যে এত সদস্য সমন্বিত তাঁর বিশাল পরিবার প্রতিপালন করেছিলেন, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই।

আমাদের অবস্থার সঙ্গে ভগবানের অবস্থার তুলনা না করাই শ্রেয়। আমরা যখন ভগবানের অপ্রাকৃত মহিমা আংশিক ভাবেও হৃদয়ঙ্গম করতে পারি, তখন তাঁর লীলার সত্যতা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারি।

মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের পুত্রাদি এবং পৌত্রদের কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন, তখন তিনি তাঁদের মধ্যে যাঁরা মুখ্য, তাঁদেরই নাম উল্লেখ করেছিলেন; কারণ ভগবানের পরিবারের সমস্ত সদস্যদের নাম স্মরণ রাখা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল।

শ্লোক ৩২-৩৩

তথৈবানুচরাঃ শৌরেঃ শ্রুতদেবোদ্ধবাদয়ঃ ।
সুনন্দনন্দশীর্ষণ্যা যে চান্যে সাত্বতর্ষভাঃ ॥ ৩২ ॥
অপি স্বস্ত্যাসতে সর্বে রামকৃষ্ণভুজাশ্রয়াঃ ।
অপি স্মরন্তি কুশলমস্মাকং বদ্ধসৌহৃদাঃ ॥ ৩৩ ॥

তথা এব—তেমনই; **অনুচরাঃ**—নিত্য পার্ষদগণ; **শৌরেঃ**—শ্রীকৃষ্ণের; **শ্রুতদেব**—শ্রুতদেব; **উদ্ধবাদয়ঃ**—উদ্ধবাদি; **সুনন্দ**—সুনন্দ; **নন্দ**—নন্দ; **শীর্ষণ্যাঃ**—শীর্ষস্থানীয় সদস্যগণ; **যে**—তাঁরা সকলে; **চ**—এবং; **অন্যে**—অন্যরা; **সাত্বত**—মুক্ত আত্মাগণ; **ঋষভাঃ**—নরশ্রেষ্ঠগণ; **অপি**—যদি; **স্বস্তি**—কুশল; **আসতে**—আছেন; **সর্বে**—তাঁরা সকলে; **রাম**—বলরাম; **কৃষ্ণ**—শ্রীকৃষ্ণ; **ভুজাশ্রয়াঃ**—বাহুবলে সুরক্ষিত; **অপি**—যদিও; **স্মরন্তি**—স্মরণ করেন; **কুশলম্**—কুশল; **অস্মাকম্**—আমাদের; **বদ্ধসৌহৃদাঃ**—নিত্য বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ।

অনুবাদ

শ্রুতদেব, উদ্ধব প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের অনুচরগণ এবং শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের বাহুবলে সুরক্ষিত সুনন্দ, নন্দ প্রভৃতি আমাদের অন্যান্য পরম সুহৃদ সাত্বত শ্রেষ্ঠগণ কুশলে আছেন ত? তাঁরা আমাদের কুশল চিন্তা করেন ত?

তাৎপর্য

উদ্ধবাদি শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পার্ষদেরা সকলেই মুক্ত জীব, এবং শ্রীকৃষ্ণ যখন এই জড় জগতে অবতরণ করেন, তখন তাঁরাও তাঁর সেই ব্রতসাধনে সাহায্য করার জন্য তাঁর সঙ্গে অবতরণ করেন। পাণ্ডবেরাও মুক্ত জীব, যাঁরা এই পৃথিবীতে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলায় তাঁকে সাহায্য করার জন্য তাঁর সঙ্গে অবতরণ করেছিলেন। *ভগবদ্গীতায়* (৪/৮) উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবান এবং তাঁর নিত্য পার্ষদেরা, যাঁরা ভগবানেরই মতো মুক্ত, যুগে যুগে এই পৃথিবীতে অবতরণ

করেন। ভগবানের তা সবই মনে থাকে, কিন্তু তাঁর পার্ষদেরা, মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও, ভগবানের তটস্থা শক্তি হওয়ার ফলে তাঁদের পূর্বজন্মের কথা ভুলে যান। সেটাই বিষ্ণুতত্ত্ব এবং জীবতত্ত্বের পার্থক্য।

জীবতত্ত্ব হচ্ছে ভগবানের শক্তির অতি ক্ষুদ্র কণা, এবং তাই সর্ব অবস্থাতেই তাদের ভগবান কর্তৃক সংরক্ষিত হওয়ার প্রয়োজন থাকে, আর ভগবানও তাঁর নিত্য সেবকদের সর্বতোভাবে রক্ষা করে আনন্দিত হন। তাই মুক্ত আত্মারা কখনই ভগবানের মতো মুক্ত বা শক্তিমান বলে নিজেদের মনে করেন না, পক্ষান্তরে, তাঁরা সর্বদাই এই জড় জগতে এবং চিৎ-জগতে, সর্বতোভাবে ভগবানের আশ্রয় আকাঙ্ক্ষা করেন। ভগবানের উপর মুক্ত জীবের এই নির্ভরশীলতা তাঁদের স্বাভাবিক বৃত্তি, কারণ মুক্ত আত্মারা হচ্ছেন অগ্নি স্ফুলিঙ্গের মতো, যার দীপ্তি অগ্নির সান্নিধ্যে থাকার ফলে প্রকাশ পায়, স্বতন্ত্রভাবে নয়। অগ্নি থেকে বিচ্ছিন্ন এবং স্বতন্ত্র হয়ে গেলে স্ফুলিঙ্গ নির্বাপিত হয়ে যায়, যদিও তার মধ্যে আগুনের গুণাবলী অথবা দীপ্তি সুপ্তভাবে বর্তমান থাকে।

তাই যারা ভগবানের আশ্রয় ত্যাগ করে তথাকথিত প্রভু হওয়ার চেষ্টা করে, তারা দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর তপস্যা করা সত্ত্বেও, পারমার্থিক অজ্ঞতার ফলে, পুনরায় এই জড় জগতে অধঃপতিত হয়। সেটাই সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।

শ্লোক ৩৪

ভগবানপি গোবিন্দো ব্রহ্মণ্যো ভক্তবৎসলঃ ।
কচ্চিৎ পুরে সুধর্মায়াং সুখমাস্তে সুহৃদ্বৃতঃ ॥ ৩৪ ॥

ভগবান—পরমেশ্বর ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ; **অপি**—ও; **গোবিন্দঃ**—যিনি গাভী এবং ইন্দ্রিয়ের আনন্দ বিধান করেন; **ব্রহ্মণ্যঃ**—ব্রাহ্মণদের, ভগবদ্ভক্তদের হিতসাধনকারী; **ভক্তবৎসল**—ভক্তদের প্রতি স্নেহপরায়ণ; **কচ্চিৎ**—কি না; **পুরে**—দ্বারকাপুরীতে; **সুধর্মায়াম্**—সুধর্ম সভায়; **সুখম্**—সুখ; **আস্তে**—আছেন ত ; **সুহৃদ্-বৃতঃ**ঃবন্ধুগণ কর্তৃক পরিবৃত।

অনুবাদ

সেই ব্রাহ্মণদের হিতকারী ভক্তবৎসল গোবিন্দ, পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা পুরীতে সুধর্মা নামক সভায় সুহৃদবর্গ পরিবেশিত হয়ে সুখে আছেন ত?

তাৎপর্য

এই বিশেষ শ্লোকটিতে শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান, গোবিন্দ, ব্রহ্মণ্য এবং ভক্তবৎসল বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি হচ্ছেন ভগবান স্বয়ং, অর্থাৎ সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ স্বয়ং পরম পুরুষোত্তম ভগবান। তাঁর মধ্যে সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র বীর্য, সমগ্র জ্ঞান, সমগ্র সৌন্দর্য, সমগ্র যশ এবং সমগ্র বৈরাগ্য পূর্ণরূপে বিরাজমান। কেউই তাঁর সমান বা তাঁর থেকে অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন নয়।

তিনি গোবিন্দ, কারণ তিনি গাভী এবং ইন্দ্রিয়সমূহের আনন্দ বিধান করেন। ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে যাঁদের ইন্দ্রিয় পরিশুদ্ধ হয়েছে, তাঁরা যথাযথভাবে ভগবানের সেবা করতে পারেন এবং তার ফলে তাঁদের পরিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অপ্রাকৃত আনন্দ আস্বাদন করতে পারেন। জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ কলুষিত জীবেরা কখনই তাদের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আনন্দ আস্বাদন করতে পারে না, কিন্তু ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের ভ্রান্ত বাসনায় তারা তাদের ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব বরণ করে।

তাই, আমাদের নিজেদের স্বার্থে ভগবানের আশ্রয় অবলম্বন করা প্রয়োজন। ভগবান গাভী এবং ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির সংরক্ষক। যে সমাজে গো-রক্ষা হয় না এবং ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির অনুশীলন হয় না, সেই সমাজ প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের সুরক্ষা ভোগ করতে পারে না। ঠিক যেমন কারাগারের কয়েদীরা প্রত্যক্ষভাবে রাজার সুরক্ষা লাভ করে না, পক্ষান্তরে, রাজার সুকঠোর প্রতিনিধির দ্বারা শাসিত হয়। মানব সমাজের অন্তত এক শ্রেণীর সদস্যরা যদি গো-রক্ষা না করেন এবং ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির অনুশীলন না করেন, তা হলে সেই সমাজের কোন রকম সমৃদ্ধি লাভ হতে পারে না। ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির ফলে, সত্য, শম, দম, তিতিক্ষা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং বৈদিক জ্ঞানের প্রতি দৃঢ় শ্রদ্ধা ইত্যাদি সদ্‌গুণগুলির বিকাশ হয়, এবং তার ফলে যথাযথ ব্রাহ্মণে পরিণত হয়ে তত্ত্বত ভগবানকে জানা যায়।

তারপর ব্রাহ্মণের শুদ্ধতার স্তর অতিক্রম করে, ভগবদ্ভক্তে পরিণত হতে হয় যাতে অপ্রাকৃত ভাবে ঈশ্বররূপে, প্রভুরূপে, সখারূপে, পুত্ররূপে এবং প্রেমিকরূপে ভগবানের প্রেম লাভ করা যায়। ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলীর বিকাশ না হলে ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেম লাভ করা যায় না। ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী যার মধ্যে বিকশিত হয়েছে, ভগবান তারই প্রতি আকৃষ্ট হন, জাত্যাভিমানী ব্রাহ্মণের প্রতি ভগবান কখনই অনুরক্ত নন। ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী যাদের মধ্যে প্রকাশিত হয়নি, তারা ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে না, ঠিক যেমন, যদি কাঠ না থাকে তা হলে মাটিতে আগুন জ্বালানো যায় না, যদিও কাঠের সঙ্গে মাটির সম্পর্ক রয়েছে।

ভগবান যেহেতু সর্বতোভাবে পূর্ণ, তাই তাঁর অমঙ্গলের কোন প্রশ্নই ওঠে না, সেজন্যই মহারাজ যুধিষ্ঠির সে প্রশ্ন করেননি। তিনি কেবল তাঁর বাসস্থান দ্বারকা-পুরীর সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন, যেখানে পুণ্যবান মানুষেরা সমবেত হয়েছিলেন। ভগবান সেখানেই থাকেন যেখানে পুণ্যবান মানুষেরা সমবেত হন এবং ভগবানের মহিমা কীর্তনকারী সেই সমস্ত পুণ্যবান মানুষের সান্নিধ্যে ভগবান আনন্দ লাভ করেন। দ্বারকাপুরীতে পুণ্যকর্মরত সেই সমস্ত পুণ্যবান মানুষদের সম্বন্ধে জানতে যুধিষ্ঠির মহারাজ উৎসুক ছিলেন।

শ্লোক ৩৫-৩৬

মঙ্গলায় চ লোকানাং ক্ষেমায় চ ভবায় চ ।
আস্তে যদুকুলাম্ভোধাবাদ্যোঽনন্তসখঃ পুমান্ ॥ ৩৫ ॥
যদ্বাহুদণ্ডগুপ্তায়াং স্বপুর্যাং যদবোঽর্চিতাঃ ।
ক্রীড়ন্তি পরমানন্দং মহাপৌরুষিকা ইব ॥ ৩৬ ॥

মঙ্গলায়—সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধনের জন্য; **চ**—ও; **লোকানাম্**—সকল গ্রহলোকাদির; **ক্ষেমায়**—প্রতিপালনের জন্য; **চ**—এবং; **ভবায়**—উন্নতি সাধনের জন্য; **চ**—ও; **আস্তে**—রয়েছেন; **যদু-কুল-অম্ভোধৌ**—যদুকুলরূপ সমুদ্রের মধ্যে; **আদ্যঃ**—আদি; **অনন্তসখঃ**—অনন্তের (বলরামের) সঙ্গে; **পুমান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **যৎ**—যাঁর; **বাহুদণ্ডগুপ্তায়াম্**—বাহুবলের দ্বারা সংরক্ষিত; **স্বপুর্যাম্**—তাঁর নিজ নগরী দ্বারকায়; **যদবঃ**—যদুবংশের সদস্যরা; **অর্চিতাঃ**—পূজিত হয়ে; **ক্রীড়ন্তি**—আস্বাদন করছেন; **পরমানন্দম্**—অপ্রাকৃত আনন্দ; **মহাপৌরুষিকাঃ**—চিদ্ জগতের অধিবাসীগণ; **ইব**—মতো।

অনুবাদ

আদি পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সারা জগতের মঙ্গল সাধন, প্রতিপালন এবং উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে যদুকুলরূপ সমুদ্রের মধ্যে অনন্তদেব বলরামসহ অবস্থান করছেন। আর যদুবংশীয়রা, শ্রীকৃষ্ণের বাহুবলের দ্বারা সংরক্ষিত আর নিজ নগরী দ্বারকাপুরীতে বৈকুণ্ঠনাথের অনুচরবর্গের মতো ত্রিলোক পূজিত হয়ে পরম আনন্দে বিহার করছেন।

তাৎপর্য

পূর্বে আমরা বহুবার আলোচনা করেছি যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু দুই রূপে প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজ করেন, যথা—গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু এবং ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু। ব্রহ্মাণ্ডের উত্তর ভাগের শিখরে ক্ষীরসমুদ্রে শ্রীবলদেবের অবতার অনন্তদেবের শয্যায় ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু বিরাজ করেন। তাই মহারাজ যুধিষ্ঠির যদুবংশকে ক্ষীর সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের শয্যা অনন্তদেবকে শ্রীবলরামের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি দ্বারকা নগরীর অধিবাসীদের বৈকুণ্ঠলোকের নিত্যমুক্ত জীবদের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

জড় আকাশের অতীত, আমাদের দৃষ্টির অগোচর এবং ব্রহ্মাণ্ডের সপ্ত আবরণের পরপারে কারণ-সমুদ্র রয়েছে, সেখানে বুদ্‌বুদের মতো অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভাসতে, এবং কারণসমুদ্রের ঊর্ধ্বে রয়েছে চিদাকাশের অসীম বিস্তার যা সাধারণত ব্রহ্মজ্যোতি বলে পরিচিত। সেই ব্রহ্মজ্যোতিতে বৈকুণ্ঠ নামক অনন্ত চিন্ময় গ্রহ রয়েছে। প্রতিটি বৈকুণ্ঠলোক জড় জগতের সব চেয়ে বড় ব্রহ্মাণ্ড থেকেও বহু গুণে বড়, এবং প্রতিটি বৈকুণ্ঠে অসংখ্য বৈকুণ্ঠবাসী রয়েছেন যাঁদের রূপ ঠিক শ্রীবিষ্ণুর মতো।

এই সমস্ত বৈকুণ্ঠবাসীদের বলা হয় মহাপৌরুষিক, অর্থাৎ তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত। তাঁরা সকলেই আনন্দময় এবং সেখানে কোন রকম ক্লেশ বা দুঃখ-দুর্দশা নেই। তাঁরা চিরকাল পূর্ণযৌবন সমন্বিত, এবং কালের প্রভাব কখনই তাঁদের কোনভাবে স্পর্শ করতে পারে না। সেখানে তাঁরা জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির প্রভাব থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত অবস্থায় পূর্ণ জ্ঞান এবং নিত্য আনন্দময় জীবন উপভোগ করেন।

মহারাজ যুধিষ্ঠির দ্বারকার অধিবাসীদের বৈকুণ্ঠলোকের মহাপৌরুষিকদের সঙ্গে তুলনা করেছেন, কারণ তাঁরা সকলে ভগবানের সঙ্গ প্রভাবে নিত্য আনন্দ আস্বাদন করছেন। ভগবদ্‌গীতায় বৈকুণ্ঠলোকের বহু উল্লেখ রয়েছে, এবং ভগবান তাদের মদ্‌-ধাম বা আমার নিজধাম বলে উল্লেখ করেছেন।

শ্লোক ৩৭

যৎপাদশুশ্রূষণ মুখ্যকর্মণা সত্যাদয়ো দ্ব্যষ্টসহস্রযোষিতঃ ।
নির্জিত্য সংখ্যে ত্রিদশাংস্তদাশিষো হরন্তি বজ্রায়ুধবল্লভোচিতাঃ ॥৩৭॥

যৎ—যাঁর; **পাদ**—পাদপদ্ম; **শুশ্রূষণ**—সেবা সম্পাদন; **মুখ্য**—সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ; **কর্মণা**—কর্মের দ্বারা; **সত্য-আদয়ঃ**—সত্যভামা প্রমুখ মহিষীগণ; **দ্বি-অষ্ট**—ষোল;

সহস্র—হাজার; **যোষিতঃ**—রমণী; **নির্জিত্য**—পরাভূত করে; **সংখ্যে**—যুদ্ধে; **ত্রিদশান্**—স্বর্গের দেবতাদের; **তদাশিষো**—দেবতাদের উপভোগ্য; **হরন্তি**—নিয়েছিলেন; **বজ্র-আয়ুধ-বল্লভা**—বজ্রপাণি ইন্দ্রের পত্নীদের; **উচিতাঃ**—উপযুক্ত।

অনুবাদ

সত্যভামা প্রমুখ দ্বারকার মহিষীগণ ভগবানের চরণ-সেবারূপ মুখ্য কর্ম সম্পাদন করে ভগবানকে দেবতাদের পরাভূত করতে প্ররোচিত করেছিলেন। এইভাবে তাঁর মহিষীরা ইন্দ্রপত্নী শচীদেবীর ভোগযোগ্য (পারিজাত পুষ্প) উপভোগ করেন।

তাৎপর্য

সত্যভামা ঃ দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা মহিষীদের অন্যতমা। নরকাসুর বধের পর, শ্রীকৃষ্ণ যখন নরকাসুরের প্রাসাদে গিয়েছিলেন, তখন সত্যভামা তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তিনি যখন ইন্দ্রলোকে যান, তখনও তিনি সত্যভামাকে নিয়ে গিয়েছিলেন, এবং শচীদেবী তাঁকে অভ্যর্থনা করেছিলেন। শচীদেবী তাঁকে দেবমাতা অদিতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন, এবং অদিতি তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁকে বরদান করেছিলেন যে, যতদিন শ্রীকৃষ্ণ এই পৃথিবীতে থাকবেন, ততদিন তাঁর যৌবন অক্ষুণ্ণ থাকবে।

অদিতি তাঁকে স্বর্গের দেবতাদের বিশেষ উপভোগের বস্তুসমূহ প্রদর্শন করেন। আর স্বর্গের পারিজাত পুষ্প দর্শন করে সত্যভামা দ্বারকায় তাঁর প্রাসাদে তা পাওয়ার বাসনা করেন। তারপর, তিনি যখন দ্বারকায় ফিরে আসেন, তখন তিনি তাঁর পতির কাছে সেই বাসনা ব্যক্ত করেন। সত্যভামা দেবীর প্রাসাদ নানা রকম দুষ্প্রাপ্য মণিমাণিক্যে বিশেষভাবে শোভিত ছিল, এবং প্রচণ্ড গরমের সময়ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের মতো তাঁর প্রাসাদ শীতল থাকত। তাঁর প্রাসাদ নানা রকম পতাকায় শোভিত হয়ে সেখানে তাঁর পতির উপস্থিতির বার্তা ঘোষণা করত।

একবার তাঁর পতির সাথে তিনি দ্রৌপদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং দ্রৌপদীর কাছে তাঁর পতির মনোরঞ্জনের উপায় সম্বন্ধে উপদেশ লাভ করতে উৎসুক হন। এই বিষয়ে দ্রৌপদী বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, কারণ তাঁর পঞ্চপতি, পঞ্চপাণ্ডবেরা, তাঁর সেবায় অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন। দ্রৌপদী কর্তৃক উপদিষ্ট হয়ে তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁর সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করেন এবং দ্বারকায় ফিরে আসেন। তিনি ছিলেন মহারাজ সত্রাজিতের কন্যা। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকটের পর অর্জুন যখন দ্বারকায় আসেন, তখন সত্যভামা এবং রুক্মিণী প্রমুখ সমস্ত মহিষীরা গভীর দুঃখে করুণভাবে

বিলাপ করেছিলেন। তাঁর জীবনের শেষভাগে, তিনি কঠোর তপস্যা করার জন্য বনবাসিনী হয়েছিলেন।

সত্যভামা তাঁর পতিকে প্ররোচিত করেন স্বর্গ থেকে পারিজাত পুষ্প নিয়ে আসার জন্য, এবং শ্রীকৃষ্ণ দেবতাদের পরাভূত করে সেই পুষ্প হরণ করে নিয়ে এসেছিলেন, ঠিক যেভাবে কোনও সাধারণ পতি তার পত্নীর মনোরঞ্জনের জন্য আচরণ করে থাকেন, সেইভাবে। পূর্বেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, সাধারণ মানুষের মতো তাঁর বহু পত্নীর অভিলাষ পূর্ণ করার ব্যাপারে ভগবানের বিশেষ কিছু করণীয় ছিল না। কিন্তু যেহেতু তাঁর মহিষীরা গভীর ভক্তি সহকারে তাঁর সেবা পরিচর্যা করেছিলেন, তাই ভগবান তাঁদের সঙ্গে এক আদর্শ পতির মতো লীলা বিলাস করেছিলেন। এই পৃথিবীর কোন প্রাণী স্বর্গের কোন বস্তু পাওয়ার আশা করতে পারে না, বিশেষ করে পারিজাত পুষ্প, যা কেবল দেবতাদেরই উপভোগ্য। কিন্তু ভগবানের পতিব্রতা পত্নী হওয়ার ফলে, তাঁরা সকলেই স্বর্গের দেবতাদের পত্নীদের উপভোগ্য বস্তুসমূহ উপভোগ করেছিলেন।

পক্ষান্তরে বলা যায়, যেহেতু ভগবান হচ্ছেন তাঁর সমস্ত সৃষ্টির অধীশ্বর, তাই এই জগতের যে কোন স্থানের যে কোন বস্তু উপভোগ করার পূর্ণ অধিকার দ্বারকার মহিষীদের ছিল।

শ্লোক ৩৮

যদ্বাহুদণ্ডভ্যুদয়ানুজীবিনো যদুপ্রবীরা হ্যকুতোভয়া মুহুঃ ।
অধিক্রমন্ত্যঙ্ঘ্রিভিরাহৃতাং বলাৎ সভাং সুধর্মাং সুরসত্তমোচিতাম্ ॥৩৮॥

যৎ—যাঁর; **বাহুদণ্ড**—বাহুবল; **অভ্যুদয়**—প্রভাবিত হয়ে; **অনুজীবিনঃ**—প্রতিপালিত; **যদু**—যদুবংশীয়গণ; **প্রবীরাঃ**—প্রবল পরাক্রমশালী বীরগণ; **হি-অকুতোভয়াঃ**—সর্বতোভাবে ভয়হীন; **মুহুঃ**—নিরন্তর; **অধিক্রমন্তি**—বিচরণ করেন; **অঙ্ঘ্রিভিঃ**—চরণের দ্বারা; **আহৃতাম্**—আহরিত; **বলাৎ**—বলপূর্বক; **সভাম্**—সভাগৃহ; **সুধর্মাম্**—সুধর্মা; **সুরসত্তম্**—দেবশ্রেষ্ঠ; **উচিতাম্**—উপযোগ্য।

অনুবাদ

যদুবীরগণ পরমেশ্বর ভগবানের বাহুবলের প্রভাবে প্রতিপালিত হয়ে সর্বতোভাবে ভয়হীন হয়ে থাকেন, আর তাই শ্রেষ্ঠ দেবতাদের যোগ্য এবং বলপূর্বক অধিকৃত সুধর্মা নামে সভাগৃহটিতে তাঁরা তাঁদের চরণ দ্বারা পদদলিত করে বিচরণ করেন।

তাৎপর্য

যাঁরা ভগবানের সেবক, তাঁদের ভগবান সব রকম ভয় থেকে রক্ষা করেন, এবং তাঁরা সব কিছুর শ্রেষ্ঠ জিনিসটি, তা বলপূর্বক সংগৃহীত হয়ে থাকলেও, তা উপভোগ করেন।

ভগবান সমস্ত জীবের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন, কিন্তু তিনি তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের প্রতি বিশেষভাবে স্নেহশীল হওয়ার ফলে, পক্ষপাতপরায়ণ।

জড় জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদে দ্বারকাপুরী ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়েছিল। রাষ্ট্রের বিশেষ মর্যাদা অনুসারে সেখানকার সভাগৃহটি ছিল শ্রেষ্ঠ দেবতাদের মর্যাদার যোগ্য।

এই ধরনের সভাগৃহ পৃথিবীর কোনও রাষ্ট্রের জন্য নয়, কারণ একটা রাষ্ট্র জড়জাগতিক দিক দিয়ে যতই উন্নত হোক, কোনও মানুষই এ জিনিস তৈরি করতে পারে না। কিন্তু এই পৃথিবীতে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থানকালে, যাদবেরা বলপূর্বক সুধর্মা সভাকে স্বর্গলোক থেকে পৃথিবীতে নিয়ে এসেছিলেন এবং তা দ্বারকায় প্রতিষ্ঠা করেন।

তাঁরা এই রকম করতে পেরেছিলেন, কারণ তাঁরা সুনিশ্চিত ছিলেন যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের প্রশ্রয় দেবেন এবং রক্ষা করবেন। অন্যভাবে বলতে গেলে, ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা তাঁর সেবার জন্য ব্রহ্মাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তুগুলিই সংগ্রহ করে এনে দেন। যাদবেরা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের জন্য এই ব্রহ্মাণ্ডের সব রকম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং সুযোগ-সুবিধাগুলির আয়োজন করেছিলেন, এবং তার বিনিময়ে ভগবান তাঁর এই ধরনের সেবকদের সর্বতোভাবে রক্ষা করেছিলেন এবং তাঁরা তাই ছিলেন সুরক্ষিত, নিরাপদ এবং নির্ভীক।

ভগবানকে ভুলে যাওয়ার ফলেই বদ্ধ জীবেরা ভয়াক্রান্ত হয়। কিন্তু মুক্তাত্মা জীবসত্তা কখনই ভীত হন না, ঠিক যেমন পিতার উপর নির্ভরশীল শিশু-সন্তান কাউতে ভয় করে না।

ভয় হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে নিত্যকালের সম্পর্ক বিস্মৃত হওয়ার ফলে নিদ্রাচ্ছন্ন জীবের একপ্রকার মোহ। ভগবদ্গীতায় (২/২০) বলা হয়েছে যে, জীবের যে স্বরূপ, তার যেহেতু কখনই মৃত্যু হয় না, তাই ভয়ের কি কারণ থাকতে পারে?

স্বপ্নে বাঘ দেখে মানুষ ভয় পেতে পারে, কিন্তু তার পাশেই যে মানুষটি জেগে রয়েছে, সে কোন বাঘ দেখতে পায় না। নিদ্রিত এবং জাগ্রত, উভয় ব্যক্তির কাছেই বাঘ একটি অলীক বস্তু, কারণ বাস্তবিকই সেখানে কোন বাঘ নেই; কিন্তু যে মানুষ তার জাগ্রত অবস্থার কথা বিস্মৃত হয়েছে, সে-ই ভয়াক্রান্ত হয়, সেক্ষেত্রে যে মানুষ তার প্রকৃত অবস্থার কথা বিস্মৃত হয়নি, তার মনে ভয়ের লেশমাত্র থাকে না।

যদুবংশের মানুষেরা ভগবানের সেবায় সম্পূর্ণরূপে অবহিত ছিলেন, এবং তাই কোন অবস্থাতেই তাঁরা বাঘের ভয় দেখেননি। আর যদিও-বা প্রকৃত বাঘ থাকত, সেক্ষেত্রে পরমেশ্বর ভগবান সব সময়ই তাঁদের রক্ষার জন্য ছিলেন।

শ্লোক ৩৯

কচ্চিত্তেঽনাময়ং তাত ভ্রষ্টতেজা বিভাসি মে ।
অলব্ধমানোঽবজ্ঞাতঃ কিং বা তাত চিরোষিতঃ ॥ ৩৯ ॥

কচ্চিৎ—কি; **তে**—তোমার; **অনাময়ম্**—আরোগ্য; **তাত**—হে প্রিয় ভাতা; **ভ্রষ্ট**—বিহীন; **তেজাঃ**—দীপ্তি; **বিভাসি**—পরিলক্ষিত হচ্ছে; **মে**—আমার; **অলব্ধমানঃ**—অসম্মান; **অবজ্ঞাতঃ**—অবজ্ঞা প্রাপ্ত; **কিম্**—কি; **বা**—অথবা; **তাত**—হে প্রিয় ভ্রাতা; **চিরোষিত**—দীর্ঘকাল সেখানে থাকার ফলে।

অনুবাদ

হে ভ্রাতা অর্জুন, তোমার নিজের সমস্ত কুশল ত? তোমার শারীরিক দীপ্তি নষ্ট হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। তুমি দীর্ঘকাল দ্বারকায় ছিলে বলে কি তাঁরা তোমায় অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছেন বা তোমার যথোচিত সম্মান রক্ষা করেননি?

তাৎপর্য

মহারাজ যুধিষ্ঠির অর্জুনের কাছে সর্বতোভাবে দ্বারকার কুশল জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কিন্তু সব শেষে তিনি স্থির করেছিলেন যে, যতক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সেখানে রয়েছেন, ততক্ষণ কোন অমঙ্গল ঘটতে পারে না। কিন্তু সেই সঙ্গে, অর্জুনকে যেন দীপ্তিহীন বলে তাঁর মনে হয়েছিল, এবং তাই মহারাজ তাঁর কুশল জিজ্ঞাসা করে অত রকম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছিলেন।

শ্লোক ৪০

কচ্চিন্নাভিহতোঽভাবৈঃ শব্দাদিভিরমঙ্গলৈঃ ।
ন দত্তমুক্তমর্থিভ্য আশয়া যৎ প্রতিশ্রুতম্ ॥ ৪০ ॥

কচ্চিৎ—কি; **ন**—পারে না; **অভিহতঃ**—সম্বোধিত; **অভাবৈঃ**—অপ্রীতিকর; **শব্দাদিভিঃ**—বাক্যের দ্বারা; **অমঙ্গলৈঃ**—অশুভ ; **ন**—করেনি; **দত্তম্**—দান অর্পণ;

উক্তম্—বলা হয়; **অর্থিভ্যঃ**—যাচককে; **আশয়া**—আশার সহিত; **যৎ**—যা; **প্রতিশ্রুতম্**—দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে।

অনুবাদ

কেউ কি তোমাকে অপ্রীতিকর অশুভ কথা বলেছে কিংবা যে কিছু প্রার্থনা করেছে, তাঁকে দাক্ষিণ্য দেখাতে পারনি, কিংবা কাউকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তুমি কি তা পূর্ণ করতে পারনি?

তাৎপর্য

অভাবগ্রস্ত মানুষ কখনও-বা অর্থের প্রত্যাশী হয়ে ক্ষত্রিয় বা ধনী ব্যক্তির কাছে যায়। ক্ষত্রিয় বা ধনী ব্যক্তির কাছে দান ভিক্ষা করা হলে, তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে স্থান, কাল এবং পাত্র বিচার করে দান করা। তাঁরা যদি তা করতে সক্ষম না হন, তা হলে তাদের সেই বিচ্যুতির জন্য বিশেষ দুঃখিত হওয়া উচিত। তেমনই, কাউকে দান করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলে, সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা কর্তব্য। এই সমস্ত অক্ষমতাগুলি কখনও-বা অনুতাপের কারণ হয়, এবং লোকে তখন তাঁদের সমালোচনা করতে পারে। যুধিষ্ঠির মহারাজ মনে করেছিলেন যে, এই ধরনের কোন অক্ষমতা হয়ত অর্জুনের মনস্তাপের কারণ হয়ে থাকতে পারে।

শ্লোক ৪১

কচ্চিত্ত্বং ব্রাহ্মণং বালং গাং বৃদ্ধং রোগীণং স্ত্রিয়ম্ ।
শরণোপসৃতং সত্ত্বং নাত্যাক্ষীঃ শরণপ্রদঃ ॥ ৪১ ॥

কচ্চিৎ—কি; **ত্বম্**—তুমি; **ব্রাহ্মণম্**—ব্রাহ্মণ; **বালম্**—বালক; **গাম্**—গাভী; **বৃদ্ধম্**—বৃদ্ধ; **রোগীণম্**—রোগী; **স্ত্রিয়ম্**—স্ত্রী; **শরণ-উপসৃতম্**—শরণার্থী; **সত্ত্বম্**—কোন প্রাণীকে; **ন**—কিনা; **অত্যাক্ষীঃ**—আশ্রয় দাওনি; **শরণ-পদঃ**—শরণাগত।

অনুবাদ

তুমি সর্বদাই শরণাগত যোগ্য জীবমাত্রেই আশ্রয় প্রদান করে থাকে। আজ কি কোন শরণাগত ব্রাহ্মণ, বালক, গাভী, বৃদ্ধ, রোগী, স্ত্রীলোক কিংবা অন্য কোন প্রাণীকে আশ্রয়দানে অক্ষম হয়েছ?

তাৎপর্য

সমাজের ঐহিক এবং পারমার্থিক উভয়বিধ মঙ্গল সাধনের জন্য জ্ঞান আহরণে সর্বক্ষণ মগ্ন যে ব্রাহ্মণকুল, তাঁদের সবর্তোভাবে রক্ষা করা রাজার কর্তব্য। তেমনই বালক, গাভী, রোগী, স্ত্রী এবং বৃদ্ধদের রক্ষা করাও ক্ষত্রিয় রাজাদের বিশেষ কর্তব্য। তারা যদি ক্ষত্রিয়, রাজপুরুষ বা রাষ্ট্র কর্তৃক নিরাপদে সুরক্ষিত না হয়, তা হলে অবশ্যই তা অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। সেই রকম কোনও ঘটনা অর্জুনের মনস্তাপের কারণ ছিল কি না, তা জানার জন্য মহারাজ যুধিষ্ঠির উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন।

শ্লোক ৪২

কচ্চিত্ত্বং নাগমোঽগম্যাং গম্যাং বাসৎকৃতাং স্ত্রিয়ম্ ।
পরাজিতো বাথ ভবান্নোত্তমৈর্নাসমৈঃ পথি ॥ ৪২ ॥

কচ্চিৎ—কি; **ত্বম্**—তুমি; **ন**—না; **অগমঃ**—গমন করেছ; **অগম্যাম্**—অগম্যা বা দোষযুক্ত; **গম্যাম্**—গম্য বা গ্রহণযোগ্য; **বা**—অথবা; **অসৎ-কৃতাম্**—অশোভনভাবে আচরণ করেছ; **স্ত্রিয়ম্**—স্ত্রীলোকের প্রতি ; **পরাজিত**—পরাজিত; **বা**—অথবা; **অথ**—অতএব; **ভবান্**—তুমি; **ন**—না; **উত্তমৈঃ**—উচ্চতর শক্তির দ্বারা; **ন**—না; **অসমৈঃ**—অসম; **পথি**—পথে।

অনুবাদ

তুমি কি কোন অগম্য স্ত্রীতে গমন করেছ? কিংবা, কোন গম্য স্ত্রীলোকের প্রতি যথাযথ আচরণ করনি? অথবা পথে তোমার সমকক্ষ বা তোমার থেকে অধম ব্যক্তির কাছে পরাজিত হয়েছ?

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি থেকে বোঝা যায় যে, পাণ্ডবদের সময়ে কোনও কোনও বিশেষ অবস্থায় স্ত্রী-পুরুষের অবাধ সংযোগ অনুমোদিত হত। ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভূত পুরুষের নিম্নতর বৈশ্য বা শূদ্র রমণীতে গমন অনুমোদিত ছিল, কিন্তু নিম্ন বর্ণের পুরুষ উচ্চ বর্ণের রমণীতে গমন করতে পারত না।

এমন কি, ব্রাহ্মণ রমণীতে কোনও ক্ষত্রিয় গমন করতে পারত না। ব্রাহ্মণের স্ত্রীকে সপ্ত মাতার অন্যতম বলে বিবেচনা করা হয়েছে (সপ্ত মাতা হচ্ছেন—গর্ভধারিণী মাতা, গুরুপত্নী, ব্রাহ্মণ-পত্নী, রাজপত্নী, গাভী, ধাত্রী এবং ধরিত্রী)। এই

ধরনের স্ত্রী-পুরুষের মিলনকে উত্তম এবং অধম দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ পুরুষের ক্ষত্রিয়ের রমণীতে গমন উত্তম, কিন্তু ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ব্রাহ্মণ রমণীতে গমন অধম, অতএব নিন্দনীয়। কোন রমণী যখন কোন পুরুষের সঙ্গ কামনা করে, তখন তাকে প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়, কিন্তু সেই সঙ্গে উপরোক্ত বিচার বিবেচনা করাও কর্তব্য। শূদ্রাধম অন্ত্যজ কুলোদ্ভূত হিড়িম্বী ভীমের সঙ্গ কামনা করেছিল, এবং যযাতি শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীকে বিবাহ করতে অস্বীকার করেন, কারণ শুক্রাচার্য ছিলেন ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ ব্যাসদেবকে আহ্বান করা হয়েছিল ক্ষত্রিয় রাণী অম্বিকা এবং অম্বালিকার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করার জন্য, এবং তার ফলে ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডুর জন্ম হয়। সত্যবতী ছিলেন ধীবর-রাজের কন্যা, এবং মহান্ ব্রাহ্মণ পরাশর মুনি তাঁর গর্ভে ব্যাসদেবের জন্ম দিয়েছিলেন।

এইভাবে শাস্ত্রে স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মিলনের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে, কিন্তু সেই মিলন শাস্ত্র বিগর্হিত ছিল না এবং তার ফলও অশুভ হয়নি। স্ত্রী-পুরুষের মিলন স্বাভাবিক, কিন্তু তা শাস্ত্র-বিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া কর্তব্য, যাতে সমাজ ব্যবস্থার পবিত্রতা নষ্ট না হয়, অথবা অবাঞ্ছিত অপদার্থ জন সংখ্যা বর্ধিত হয়ে পৃথিবীর শান্তি বিনষ্ট না করে।

ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সমকক্ষ বা অধম ব্যক্তির কাছে পরাজিত হওয়া অত্যন্ত নিন্দার বিষয়। যদি পরাজিত হতে হয়, তা হলে অধিক বলবান বা উত্তম ব্যক্তির কাছেই হওয়া উচিত। অর্জুন ভীষ্মদেবের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন, এবং পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে সেই বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলেন। সেটি অর্জুনের পক্ষে অপমানজনক ছিল না, কারণ ভীষ্মদেব বয়স, শ্রদ্ধা এবং বল সর্বতোভাবে অর্জুনের চেয়ে অনেক শ্রেয় ছিলেন।

কিন্তু কর্ণ ছিল অর্জুনের সমকক্ষ, এবং তাই কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় অর্জুন সঙ্কটাপন্ন হয়েছিলেন। অর্জুন তা বুঝতে পেরেছিলেন এবং তাই অন্যায়ভাবে কর্ণকে বধ করতে তিনি দ্বিধা করেননি। এইগুলি হচ্ছে ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি, এবং তাই যুধিষ্ঠির মহারাজ তাঁর ছোট ভাই অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন দ্বারকা থেকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করার সময় এই ধরনের কোন অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটেছিল কিনা।

শ্লোক ৪৩

অপি স্বিৎপর্যভুঙ্ক্থাস্ত্বং সম্ভোজ্যান্ বৃদ্ধবালকান্ ।
জুগুপ্সিতং কর্ম কিঞ্চিৎ কৃতবান্ন যদক্ষমম্ ॥ ৪৩ ॥

অপিস্বিৎ—হয়েছিল কি; **পর্য**—পরিত্যাগ করে; **ভুঙ্‌ক্থাঃ**—ভোজন করেছ; **ত্বম্**—তুমি; **সম্ভোজ্যান্**—একত্রে ভোজনের উপযুক্ত; **বৃদ্ধ**—বৃদ্ধদের; **বালকান্**—বালকদের; **জুগুপ্সিতম্**—নিন্দিত; **কর্ম**—ক্রিয়া; **কিঞ্চিৎ**—কিছু; **কৃতবান্**—করেছ; **ন**—না; **যৎ**—যা; **অক্ষমম্**—ক্ষমার অযোগ্য।

অনুবাদ

তোমার সাথে একত্রে ভোজন করবার যোগ্য বৃদ্ধ বা বালকদের তুমি কি যত্ন নাওনি? তাদের বাদ দিয়ে তুমি কি একাই ভোজন করেছ? ক্ষমার অযোগ্য কোনও গর্হিত কর্ম কি তুমি করেছ?

তাৎপর্য

গৃহস্থের কর্তব্য হচ্ছে প্রথমে পরিবারের শিশু এবং বৃদ্ধদের, ব্রাহ্মণ এবং পঙ্গুদের ভোজন করানো। তা ছাড়া, আদর্শ গৃহস্থের কর্তব্য হচ্ছে কোনও অপরিচিত ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে ডেকে এনে আহার করিয়ে তারপর স্বয়ং ভোজন করা। পথে নেমে তেমন কোনও ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে তিনবার ডাকতে হয়। কোনও গৃহস্থ যদি এই বিধির অবহেলা করে, বিশেষ করে বৃদ্ধ এবং শিশুদের ক্ষেত্রে, তা হলে তা ক্ষমার অযোগ্য হয়।

শ্লোক ৪৪

কচ্চিৎ প্রেষ্ঠতমেনাথ হৃদয়েনাত্মবন্ধুনা ।
শূন্যোঽস্মি রহিতো নিত্যং মন্যসে তেঽন্যথা ন রুক্ ॥৪৪॥

কচ্চিৎ—কি; **প্রেষ্ঠতমেন**—সব চেয়ে প্রিয় পাত্রকে; **অথ**—ভ্রাতা অর্জুন; **হৃদয়েন**—খুব ঘনিষ্ঠ; **আত্মা-বন্ধুনা**—বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক; **শূন্যঃ**—শূন্য; **অস্মি**—আমি; **রহিতঃ**—হারিয়ে; **নিত্যম্**—চিরকালের জন্য; **মন্যসে**—তুমি মনে করছ; **তে**—তোমার; **অন্যথা**—অন্য উপায়ে; **ন**—না; **রুক্**—মনঃ পীড়া।

অনুবাদ

অথবা, তোমার অতি প্রিয়তম সখা শ্রীকৃষ্ণের বিরহে তুমি কি শূন্যতা বোধ করছ? হে অর্জুন ভাই, এ ছাড়া তোমার এই রকম অশান্তির আর কোনও কারণই আমি ভাবতে পারছি না।

তাৎপর্য

যুধিষ্ঠির মহারাজের এই সমস্ত প্রশ্ন থেকে বোঝা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর পৃথিবীর যে কি অবস্থা হবে, তা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, এবং অর্জুনের বিষণ্ণতা দর্শন করে তিনি তাঁর সেই আশঙ্কা ব্যক্ত করেছিলেন, যেন এ ছাড়া অর্জুনের বিষণ্ণতার আর কোন কারণ ছিল না। তাই সেই সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ত হলেও তিনি নারদ মুনির ইঙ্গিতের ভিত্তিতে খোলাখুলিভাবে অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

ইতি "শ্রীকৃষ্ণের তিরোধান লীলা' নামক শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের চতুর্দশ অধ্যায়ের শ্রীল ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।